NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৮ মে ২০২৫ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.5.2025, Vol.18, Issue No. 335 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

বেকবাগানের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

■ ফের আগুন শহর কলকাতায়। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বেকবাগান অঞ্চলে একটি বাণিজ্যিক বহুতলের একটি ফ্লোরে হঠাৎই দেখা দেয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আগুনের উৎস ওই ফ্লোরের একটি এসি ইউনিট, যা বিস্ফোরিত হয়ে মুহূর্তে চারপাশে ছড়িয়ে দেয় আগুন। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা একটি তলা আগুনে পুড়ে যায়। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকল কর্মীরা এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার থেকে পাইপের মাধ্যমে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। যেহেতু শনিবার ছুটির দিন, ওই বহুতলের বেশির ভাগ অফিস বন্ধ ছিল। ফলে বড় কোনও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিলনা বলেই দমকল সূত্রে খবর। এই অগ্নিকাণ্ড আবারও মনে করিয়ে দিল বড়বাজারের ভয়াবহ হোটেল কাণ্ডের স্মৃতি, যেখানে সিঁড়ি থাকা সত্ত্বেও ১৪ জন বেরোতে না পেরে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠছে শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও বহুতলের সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে।

গয়া এবার 'গয়াজি'

■ বদলে যাচ্ছে গয়া শহরের নাম! এ বার ওই শহরের নতুন নামকরণ করা হচ্ছে 'গয়াজি'। শুক্রবার বিহারের নীতীশ কুমারের সরকার এই নামবদলে অনুমোদন দিয়েছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ শুক্রবার মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। ওই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে বলে সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর। বিহারের মন্ত্রিসভার সচিব (অতিরিক্ত মুখ্যসচিব) এস সিদ্ধার্থ জানিয়েছেন, গয়া শহরের ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় গুরুত্বকে বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর ভাবাবেগকেও এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

চার নয়, ছয় সপ্তাহে বকেয়া ডিএ

■ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে কত দিনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ নবান্নকে মেটাতে হবে, তা নিয়ে নানা মত শোনা গিয়েছিল। একটি পক্ষ থেকে শোনা গিয়েছিল, এই সময়সীমা চার সপ্তাহের, আবার অন্য একটি পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তিন মাসের মধ্যে সুপ্রিম-নির্দেশিকা পালন করতে হবে রাজ্যকে। শনিবার শীর্ষ আদালতের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই বকেয়া টাকা মেটাতে হবে রাজ্যকে। অতএব, সময়সীমা সংক্রান্ত যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটল।

কংগ্রেসের দেওয়া তালিকা অগ্রাহ্য কেন্দ্রের 'অপারেশন সিঁদুর': গুরুত্ব বোঝাতে প্রতিনিধি দলে কংগ্রেসের মুখ শশী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যত অগ্রাহ্য করে তাদেরই দলের প্রতিনিধি হিসাবে শশী থারুরকে বেছে নিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার।

সন্ত্রাসবাদ এবং তাতে পাকিস্তানের সমর্থনের বিষয়টি গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সাতটি প্রতিনিধিদলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। প্রতিনিধিদলে থাকছেন কমবেশি সব দলের সাংসদেরাই। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে কংগ্রেসের কাছে চারটি নাম প্রস্তাব করার কথা বলা হয়। দুপুরেই চারটি নাম জানিয়ে দেন কংগ্রেস। কিন্তু সেই তালিকায় তিরুঅনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থারুরের নাম ছিল না। তার পরেও অবশ্য শনিবার সাতটি প্রতিনিধিদলের একটির নেতা হিসাবে শশীর নাম ঘোষণা করে কেন্দ্র। কেন্দ্রের ঘোষণার পর প্রাক্তন কূটনীতিক শশীও জানান যে, তিনি 'সম্মানিত'।

সন্ত্রাসবাদ দমনে 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তার পরে ভারত-পাক সামরিক সংঘাতের আবহে ইসলামাবাদকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও কোণঠাসা করতেই বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। শনিবার সকালে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন। তাতে তিনি জানান, শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজেজু দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কাছে চারটি নাম চেয়ে পাঠান। দুপুরেই চারটি নাম জানিয়ে দেন রাহুল। জয়রাম ওই চারটি নাম প্রকাশ্যে না আনলেও সেগুলি আর গোপন থাকেনি। দেখা যায়, হাত শিবিরের দেওয়া নামের তালিকায় রয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা, লোকসভায় কংগ্রেসের উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ, রাজ্যসভার সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন এবং রাজ্যসভার আর এক সাংসদ রাজা ব্রারের নাম।

শনিবার সকালে রিজেজু সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দেন, একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে থাকবেন তারুর। বাকি দলগুলির নেতৃত্বে থাকছেন বিজেপির রবিশঙ্কর প্রসাদ, জেডিইউর সঞ্জয়কুমার ঝা, বিজেপির বৈজয়ন্ত পান্ডা, ডিএমকের কানিমোঝি করুনানিধি, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে এবং শিবসেনার শ্রীকান্ত শিন্ডে। 'সম্মানিত' থারুর অবশ্য এই বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। বরং ইঙ্গিতবাহী মন্তব্যে বলেছেন, 'যখন জাতীয় স্বার্থের বিষয় থাকে, আর আমাকে সেখানে প্রয়োজন পড়ে, তখন আমি সব সময় রয়েছি।'

সাম্প্রতিক সময়ে থারুরকে নিয়ে কংগ্রেসের অস্বস্তি অবশ্য নতুন নয়। কয়েক মাস আগে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠকের প্রশংসা করেছিলেন তারুর। তা নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেই প্রশ্ন ওঠে। সেই সময় তিরুঅনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে জানিয়েছিলেন, তিনি কংগ্রেসের জন্য কাজ করতে সব সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দলের তাঁকে প্রয়োজন না-হলে 'অন্য অনেক কিছুই' করার আছে তাঁর। অবশ্য দলবদলের কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই বলেই জানিয়েছিলেন থারুর।

চলতি মাসের গোড়ায় তারুরের নির্বাচনী কেন্দ্র তিরুঅনন্তপুরমে ভিড়িনজাম সমুদ্রবন্দরের উদ্বোধন করেন মোদি। মোদিকে বিমানবন্দরে আনতে যাওয়ার পাশাপাশি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে ছিলেন থারুরও। বক্তব্যের মাঝে হঠাৎ বিজয়নের দিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী, আমি আপনাকে বলতে চাই যে, আপনি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। শশী থারুরও এখানে বসে রয়েছেন। আজকের অনুষ্ঠানের পর অনেকের ঘুম উড়ে যাবে!' খোলসা না-করলেও মোদি যে বাম-কংগ্রেসকেই কটাক্ষ করতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরায় কংগ্রেসের অন্দরে থারুর-রহস্য ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। তার পরই কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে শশীকে বেছে নিল মোদি সরকার।

রাজনৈতিক বিভাজন দূরে সরিয়ে সবাই যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা, সেই বার্তাও তুলে ধরতে চেয়েছিল ভারত। কিন্তু প্রতিনিধিদল বিদেশের বিমান ধরার আগেই ঐক্যের সুর কাটল। 'সিঁদুরে'ও ঘনাল রাজনীতির মেঘ।

বিকাশ ভবনে অব্যাহত বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি হারানো শিক্ষকদের পাশে এবার 'প্রতীকী রবীন্দ্রনাথ'। শনিবার সকালে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের মঞ্চে হাতে গোলাপ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এক ব্যক্তি, যাঁর পোশাক-আসনে ধরা পড়ে কবিগুরুর প্রতিচ্ছবি। তাঁর বার্তা, 'শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার অপমান। বাংলা মানেই শান্তি ও সম্প্রীতির জায়গা। পুলিশও যেন তা মনে রাখে।' বৃহস্পতিবার রাতে বিকাশ ভবনের সামনে এসএসসি-র চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে। 'যোগ্য চাকরিহারাদের অধিকার মঞ্চ' জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। এখন স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরে পড়ুয়াদের পড়াবেন তাঁরা। ছাত্রছাত্রীরাও পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। শনিবার করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত মিছিলের ডাকও দেওয়া হয়। আন্দোলনের আহ্বায়ক মেহেবুব মণ্ডলের কথায়, 'শিক্ষা চলবে, আন্দোলনও চলবে। হকের চাকরি আমরা ছেড়ে দেব না।' এদিন লাঠিচার্জের প্রতিবাদে আইএনটিইউসি-র সেবাদলের তরফে প্রতীকী কবিগুরুর এই অভিনব প্রতিবাদ মনোবল বাড়ায় আন্দোলনকারীদের। তাঁদের কথায়, 'সমাজের নানা স্তর যদি পাশে দাঁড়ায়, আমরা জয়ী হবই।' চাকরি হারানো শিক্ষকরা এখন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সাহায্যও চেয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, দেশের সাংবিধানিক প্রধানদের দ্বারস্থ হলেই সমস্যার সমাধান দ্রুত সম্ভব। অবস্থানে উত্তাপ বাড়লেও দাবি একটাই- 'যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দাও।'

বেনিয়মের অভিযোগে কাকদ্বীপে সাসপেন্ড নির্বাচনী আধিকারিক

হিন্দুদের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনৈতিক উপায় অবলম্বনের অভিযোগে কাকদ্বীপ বিধানসভা ক্ষেত্রের এক সরকারি কর্মীকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, জেলাশাসকের পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে অরুণ গড়াই নামে ওই ব্যক্তিকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অভিযোগ, কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের জয়েন্ট বিডিও-র অ্যাকাউন্টে নিজের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করেন অভিযুক্ত। অনৈতিক উপায়ে একাধিক ফর্ম ও তথ্যের বিকৃতি ঘটান তিনি। জানার পরই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার নয়। এর আগে একাধিকবার ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে নানারকম বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তবে এবার সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জারি জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর। ভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ফের বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর এক্স হ্যান্ডলে অভিযোগ করে লেখা হয়েছে, 'কাকদ্বীপ মহকুমার সহকারী সিস্টেম ম্যানেজার অরুণ গোরাইনকে সাসপেন্ড করল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।' শুভেন্দুর অভিযোগ, এই আধিকারিক বেআইনিভাবে ভোটার তালিকার অননুমোদিত লগ ইন ব্যবহার করে সাধারণ হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন। শুভেন্দু লিখেছেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের এই কঠোর পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমরা আমাদের অভিযোগের মাধ্যমে যেভাবে জেলা স্তরে ইআরও, এআরেরও-সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিক এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ফাঁস করেছিলাম, তার প্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলেই মনে করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'এই ধরনের বেআইনি আচরণ গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডে আঘাত। প্রতিটি নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষায় আমাদের সজাগ থাকতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে হবে।' কমিশনের পদক্ষেপে শুভেন্দুর বক্তব্য যে গুরুত্ব পাচ্ছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অর্জুনের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ ফিরহাদ

চাকরিহারা শিক্ষকদের নিয়ে মমতা কি নাটক করছেন? সরব সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনকে নাটক-সহ নানা কটাক্ষ করছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম-সহ তৃণমূলের নেতারা। তার পাল্টা সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সুকান্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগেও শিক্ষকদের ললিপপ বানিয়ে বোকা বানিয়েছিলেন। এখনও বোকা বানাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ভাব করছেন যেন উনি সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর দলের নেতাদের জন্য শিক্ষকরা আরও বিপাকে পড়বেন বলে মন্তব্য সুকান্তর। সুকান্ত আরও বলেন, ফিরহাদ বা তৃণমূল নেতাদের কেউ কষ্ট করে চাকরি পেলে শিক্ষকদের অবস্থা অনুভব করতে পারেন। তাঁদের দোষে চাকরি যায়নি। গিয়েছে তৃণমূলের লোকজন চুরি করার কারণে। ফিরহাদ বলছেন বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন করে সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলানো যাবে না। তাহলে কেন মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইনডোরে চাকরিহারাদের নিয়ে সভা করেছিলেন? সেটা কি নাটক ছিল? নাকি ওই সভা করায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলানো যেত?বিকাশ ভবনে মমতা-পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন আন্দোলনরত যোগ্য শিক্ষকরা। তাঁদের আন্দোলনকে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন। সেই ফিরহাদ যিনি কলকাতার একাংশকে মিনি পাকিস্তান বলে অভিহিত করেছিলেন। কলকাতার সেই মেয়র শিক্ষকদের আন্দোলনকে নাটক বলে কটাক্ষ করার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সহমর্মিতা জানালেন আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতি। ফিরহাদ হাকিমকে প্রশ্নবাণে বিঁধে অর্জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যও ফাঁস করে দিলেন। অর্জুন টুইটে লেখেন, বিকাশ ভবনে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনকে কীভাবে নাটক বলতে পারেন ফিরহাদ হাকিম? তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাহলে দাওয়াত-এ-ইসলাম নাটক? তৃণমূলের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেটের অবৈধ নির্মাণগুলিও কি নাটক নয়? শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিও কি নাটক? রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরের দুর্নীতিও কি নাটক? তৃণমূল নেতাদের জন্যেই এই যোগ্য শিক্ষকরা চাকরি হারিয়েছেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলন থামাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তৃণমূল নেতাদের ধিক্কার। আমার আশা ন্যায়বিচার না পাওয়া অবধি যোগ্য শিক্ষকরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আপ ছাড়লেন ১৩ জন কাউন্সিলর

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: দিল্লিতে বড় ধাক্কা আম আদমি পার্টির (আপ)। একসঙ্গে ১৩ জন কাউন্সিলর দল ছাড়লেন। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জন্য খারাপ খবর। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লি পুরসভায় আপের দলনেতা মুকেশ গয়াল।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মুকেশের নেতৃত্বেই আপ কাউন্সিলরেরা দল ছাড়েন। রাজধানীর গত পুরসভা নির্বাচনের আগেই ওই নেতারা কংগ্রেস থেকে আপে আসেন। টিকিট পেয়ে পুরসভা ভোটে লড়েন এবং জেতেনও। তবে মুকেশও অনেক দিন ধরেই আপে ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে কেজরিওয়ালের দলে যোগ দেন। কেন তাঁরা একসঙ্গে দল ছাড়লেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, এ বার আর অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না, গড়বেন নতুন দল। সেই দলের নামও ঠিক হয়ে গিয়েছে। দলের নাম হবে ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি।

পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগ, গ্রেপ্তার হরিয়ানার ইউটিউবার

চণ্ডীগড়, ১৭ মে: পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার হয়ে তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল হরিয়ানার এক সমাজমাধ্যম প্রভাবীকে। ধৃতের নাম জ্যোতি মালহোত্রা। ইউটিউবে 'ট্রাভেল উইথ জো' নামে তাঁর একটি চ্যানেল রয়েছে, যেখানে তিনি বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে পাকিস্তান সফরের সময় নয়াদিল্লিতে পাক হাই কমিশনের আধিকারিক এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশের সঙ্গে জ্যোতির পরিচয় হয়। এই দানিশকেই সম্প্রতি ভারতে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই পাক গুপ্তচর সংস্থার একাধিক কর্মীর সঙ্গে জ্যোতির যোগাযোগ তৈরি হয় বলে সন্দেহ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে তিনি গুপ্তচরদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের নম্বর অন্য নামে মোবাইলে সেভ করে রাখতেন। যেমন, 'জাট রানধাওয়া' নামে সেভ করা একটি নম্বর আসলে পাকিস্তানি চর শাকির ওরফে রানা শাহবাজের বলে ধারণা।

সূত্রের খবর, বালি ও ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমণের সময় এক পাক চর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলেও সন্দেহ। গোটা চক্রটি মূলত পঞ্জাব-হরিয়ানায় সক্রিয়। ইতিমধ্যে মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Madan Jana, S/O- Ashutosh Jana(actual), Madanchandra Jana, S/O- Ashutosh Jana and Madan Chandra Jana, S/O- Ashutosh Jana, R/O- Barjalalpur, Kalara, Daspur, Paschim Medinipur, is self one and same identical person vide affidavit no.- 5932/25 sworn before Notary Public at Ghatal on 13-05-25.

নাম-পদবী

আমি সাফিয়া বিবি সেখ পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে স্বামীর নাম বাবর আলি সেখ আছে। ৫-৫-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে নজরুল সেখ ও বাবর আলি সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I, Anurag Burman, S/o, Late Sarad Kumar Burman, residing at 14, Kishan Lal Burman Road, P.O. Salkia, P.S. M. P. Ghora, Howrah-711106 Shall henceforth be known as Anurag Burman as declare Before the Notary Public at Howrah vide Affidavit No. 06AC305787 dated 17th May 2025, Anurag Kumar Burman, Anurag Kr. Burman and Anurag Burman all are same and identical Person.

Change of Name

I, Achinta Mandi S/o Sankar Mandi @ Achintya Mandi S/o Shankar Mandi, residing at Vill.- Panicha, P.O.- Turka Kashba, P.S.- Dantan, Dist.- Paschim Medinipur, shall henceforth be known as Achintya Mandi S/o Sankar Mandi as declared in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Dantan, Dist.- Paschim Medinipur vide Affidavit No. 6466 Dated 08/11/ 2024. Achinta Mandi S/o Sankar Mandi @ Achintya Mandi S/o Shankar Mandi and Achintya Mandi S/o Sankar Mandi are same and identical person.

।। দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী রনজিৎ মল্লিক, পিতা শ্রী ভানু মল্লিক, সাকিম- খাদিনামোড় ভগবতীডাঙ্গা, পোঃ- চুঁচুড়া আর এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০১ এর অধিবাসী হইতেছি। ... আমার বাড়ি ফিরিবার পথে, আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। ... Deed হইতেছে। ...

বিনীত- শ্রী রনজিৎ মল্লিক
পিতা- শ্রী ভানু মল্লিক, সাকিম- খাদিনামোড় ভগবতীডাঙ্গা, পোঃ-চুঁচুড়া আর এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১
মোঃ-7980806767

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ... চন্দননগর ...

তপন কুমার সাউ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট
Reg. No. F/117/116 of 89

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর মোকাম ঘাটাল সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত ১৫/২০২৪ নং ও.এস.
শ্রীমতী আরতি সামন্ত ..বাদিনী
বনাম
এল.আই.সি. অফ ইন্ডিয়া, ঘাটাল ব্রাঞ্চ
... Insurance Corporation of India, Ghatal Branch ... Policy No 434078842 ... Civil Judge (Junior Division) Ghatal ... O.S. No 15/2024 ...

অনুমত্যানুসারে
সঞ্জয় রায় (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)
ঘাটাল আদালত

NOTICE

In the Court of Learned Civil Judge Jr. Div. Addl. Court Hooghly
Matrimonial Suit No.- 41 of 2022

Sk. Ajij Son of Jahir Ali @ Sk. Johiruddin Vill.- Pitha, P.O.- Hajipur, P.S.- Dhaniakhali, Dist. Hooghly, Pin 712302.

-Vs-

Defendant no. 4- Sk. Saidul S/o.- Sk. Sobur, Vill. Durgaprasad, P.O. Bhandarhati, P.S.- Dhaniakhali, Dist. Hooghly, Pin- 712301.

That the above mention Matrimonial Suit relating to prayer for nullity of marriage under Muslim Personal Law, has been filed against you (defendant No. 4). At present you are not residing in the aforesaid address and as such through this publication calling upon you within 30 days, either your personal appearance or through your pleader and submit your statements before this Ld. Court, otherwise, the suit will proceed Ex-parte against you.

Submitted through Advocate
Badruddoza Mallick

By the Order of Ld. Court
Soumitra Chakraborty (Sheristadar)
Learned Civil Judge Jr. Div. Addl. Court Hooghly

।। নোটিশ ।।

DISTRICT: PASCHIM MEDINIPUR
IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE LEARNED CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION, GHATAL, PASCHIM MEDINIPUR
J. MISC CASE NO. 10 OF 2025
(SUCCESSION CERTIFICATE)

Sri Suraj Bag and ors. son of Late Raghunath Bag, residing at Village and Post Office - Arit, Police Station - Daspur, District - Paschim Medinipur, Pin Code 721148.
.... Applicants

... SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Master Policy No. 76001000135 and unique Reference No. JNS-PMJJBY-24-25-00053994536-687 ... Succession Certificate ... আগামী 25.06.25 তারিখে ...

অনুমত্যানুসারে
সঞ্জয় রায় (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), ঘাটাল
পশ্চিম মেদিনীপুর। ১৬/৫/২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে 1) A. Kondala Rao, 2) A. Narsingh Rao, S/o- A. Banojee Rao এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জহরলাল সিং S/o- সাহেব লাল সিং মহাশয়কে খিদিরপুর মৌজায় J.L. No- 140, R.S. Plot No- 157 L.R. Plot No- 181 এর মধ্যে 13/05/2014 তারিখে IV-147/2014 নং আমমোক্তার অনুসারে বিক্রি করতে অনুমতি দেয়। এতে কাহার কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে যানাতি অনুরোধ করা হইতেছে। নতুবা কাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
F-1190/591/2005
Ph. No- 9733806771

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তারের নামা
...

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী
শ্রীরামপুরের ফাস্ট ট্রাক কোর্ট আদালত
ম্যাট্রিমোনিয়াল সুট নং-৫০৪/২০২২
...
(শ্রীযুক্ত সতীপ্রসন্ন মুখার্জী)
বাদীর পক্ষে
এ্যাডভোকেট
শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলী

আদালতের অনুমত্যানুসারে,
সমীর চক্রবর্ত্তী
০৭/০৫/২৫
সেরেস্তাদার শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম শ্রীরামপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৪ সালের ৬৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকদ্দমা
...
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
৮/০৪/২৫
সেরেস্তাদার, শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

রাজ্যপাল সম্মানিত রাজজ্যোতিষী ইন্দ্রনীল মুখার্জী

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই মে, ৩ রা জ্যৈষ্ঠ। রবি বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বৃদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। ...

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ...

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। ...

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। ...

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ...

কন্যা রাশি : ...

তুলা রাশি : ...

বৃশ্চিক রাশি : ...

ধনু রাশি : ...

মকর রাশি : ...

কুম্ভ রাশি : ...

মীন রাশি : ...

(চিকিৎসক নীলরতন সরকারের প্রয়াণ দিবস।)
শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত জয়ন্তী। আজ যোগী শ্রী যোগানন্দ জী, স্বামী শ্রী যুক্তেশ্বর গিরী মহারাজ র শুভ মৃত্যু দিবস।)

ভোটার তালিকা তৈরি কাজে বেনিয়ম, কড়া নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় সংযোজন বিয়োজনের কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপের দায়ে এক আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পর নির্বাচন কমিশন শনিবার সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকা সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি কর্মশালার আয়োজন করে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, এই ঘটনার পরেই ২০২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত অনলাইনে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যত কাজ হয়েছে, তার সবিস্তার রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। ...

ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ইআরও-নেট ২.০, এবং নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের বিষয়ে তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ...

আরব সাগরে শক্তিশালী নিম্নচাপের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা আন্দামানেই ঢুকে পড়েছে বর্ষা। মৌসম ভবন জানাচ্ছে আগেভাগে বর্ষা আসছে কেরলেও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আরব সাগরে শক্তিশালী নিম্নচাপের পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। ...

শনিবার জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি। সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। পরিদর্শনের সময় পি. উদয় কুমার রেড্ডি স্টেশনের টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ এবং কনকোর্স এলাকার কাজ খতিয়ে দেখেন। স্টেশন প্রাঙ্গণেই একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন তিনি। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

বিহারের চেয়ে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

তফাতের প্রমাণ তুলে মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের চেয়েও পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। আর সেই প্রমাণ এবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ...

	পশ্চিমবঙ্গ	বিহার
মহার্ঘ ভাতা (DA)	১৮%	৫৫%
	১০ লক্ষ টাকা	৩০ লক্ষ টাকা

সরকারি খাস জমির বেআইনি হস্তান্তর ঠেকাতে সহায়ক বাংলার ভূমি পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন জেলায় থাকা সরকারি খাস জমির বেআইনি হস্তান্তর ঠেকাতে বাংলার ভূমি পোর্টালটি কাজে লাগাতে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ...

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ মে ২০২৫, ৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার

বিকাশ ভবনে কোনও অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আটকে রাখা হয়নি, দাবি চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের দাবি খারিজ করে প্রমাণ-সহ পাল্টা অভিযোগ চাকরিহারাদের। শনিবার সল্টলেকে অবস্থানরত চাকরিচ্যুতদের তরফে চিন্ময় মণ্ডল জানিয়ে দিলেন, বিকাশ ভবনে অন্তঃসত্ত্বাকে আটকে রাখার কথা মিথ্যে। বরং আন্দোলনকারীদের কাছেই রয়েছে তার উল্টো প্রমাণ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, শিক্ষা দপ্তরের ভিতরে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা আটকে পড়ায় এবং আরেকজন বাইরে বেরিয়ে আসতে না পেরে ঝাঁপ দেওয়ায় পুলিশ বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করে। তবে শনিবার সাংবাদিকদের সামনে চিন্ময় একটি ফোনালাপের অডিও বাজিয়ে জানান, গেট পুলিশই বন্ধ করেছিল। আন্দোলনকারীরা কেউ কাউকে আটকে রাখেননি, বরং ওই অন্তঃসত্ত্বাকে বের করে আনতেই সক্রিয় চেষ্টা চলেছিল তাঁদের তরফে। চাকরি ফিরে পেতে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থান অব্যাহত। বৃহস্পতিবার রাতেও

বিকাশ ভবন চত্বরে উত্তেজনা চরমে ওঠে। পুলিশি হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও 'যোগ্য অথচ বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, চাকরিতে পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত এক ইঞ্চিও সরে যাবেন না। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের ব্যাখ্যা ও বিক্ষোভকারীদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পুলিশের দাবিকে 'ডাহা মিথ্যে' বলে সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষে নেমেছেন চাকরিহারারা। আন্দোলনের ময়দান এখন সত্য-মিথ্যার পরীক্ষাক্ষেত্র।

শিক্ষকদের উপর হামলাকারীরা আমার অনুগামী নয়: সব্যসাচী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার যখন বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা, ঠিক তখনই নিজের কাজ সারতে বিকাশ ভবনেই হাজির হয়েছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত। এরপর তাঁকে ঘিরে তুমুল অশান্তি ছড়ায় করুণাময়ী এলাকায়। চাকরিহারাদের কয়েক জন তাঁর দিকে ধেয়ে যান। ধাক্কাও মারা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষকদেরও পাল্টা অভিযোগ, জনপ্রতিনিধির অনুগামীরা শাসানি তো বটেই, হেলমেট দিয়ে মারধর করেন চাকরিহারাদের। এই ঘটনায় যে 'অনুগামী'দের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা কেউই তাঁর পরিচিত নন বলে শনিবার দাবি করেন সব্যসাচী।

বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান এদিন স্পষ্ট করে জানান, 'অ্যাম্বুল্যান্সে করে কেউ বা কারা তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরই বাইকবাহিনী

রাস্তায় আটকে পড়ায় মাথার ঠিক রাখতে না পেরে হেলমেট দিয়ে মেরেছেন।' সব্যসাচীর কথায়, 'যদি কেউ মারের প্রবৃত্তি নিয়েই আসে, তাহলে তারা, লাঠি, ডাণ্ডা, হকি স্টিক নিয়ে আসত। খামোখা কেন হেলমেট নিয়ে আসতে যাবে' তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও একরকমের প্ররোচনা।' কারণ ব্যাখ্যা করে সব্যসাচী বলেন, 'নির্দিষ্ট একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিই ইচ্ছাকৃত ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত ছিলেন না।' বস্তুত, চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে চাকরিহারারা গত মাসের ২১ থেকে ২৪ তারিখ এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থানে বসেছিলেন। এরপর চলতি মাসের ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান শুরু করেন চাকরিহারাদের একাংশ। অন্যদিকে, এসএসসি দপ্তরের সামনেও অবস্থানের কারণে এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার আচার্য সদনে নিজের অফিসে না গিয়ে বিকাশ ভবনে বসছেন। এর ফলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের স্বাভাবিক কাজকর্মেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে দাবি শিক্ষা দপ্তরের। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন ঘেরাও করেছিলেন চাকরিহারারা। আর সেখানেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

বাগবাজারে নির্মীয়মাণ বহুতলে দগ্ধ দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগবাজারের নির্মীয়মাণ একটি বহুতল থেকে অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বাঁধছে। শনিবার সকালে শ্যামপুকুর থানা এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে থাকা ওই বহুতলে মাঝেমধ্যেই অচেনা ব্যক্তিদের আনাগোনা ছিল। এদিন সকাল থেকে পোড়া গন্ধ বের হওয়ায় তাঁরা ভিতরে ঢুকে এক ব্যক্তির দগ্ধ দেহ দেখতে পান। এরপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান, তাঁকে খুন করে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, যা খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, বহুতলটি নির্মীয়মাণ থাকায় নিরাপত্তা ছিল না, ফলে অনায়াসেই কেউ ঢুকে পড়তে পারত। ইতিমধ্যে ওই বহুতলে কারা কারা যাতায়াত করত, তা জানতে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্য ছবি তুলে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারীরা এখন এই মৃত্যুর পেছনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, খুব শিগগিরই ঘটনার রহস্যভেদ করা সম্ভব হবে।

৭২ ঘণ্টার বাস ধর্মঘটে অচল হতে পারে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বেসরকারি বাস-মালিকদের যৌথ মঞ্চের তরফে ২২ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত টানা ৭২ ঘণ্টার বাস ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটে বাস, মিনিবাসের পাশাপাশি স্কুলবাসও সামিল হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরফলে তিন কর্মদিবস পরিবহণ পরিষেবা বিপর্যস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা।

বাস-মালিকদের অভিযোগ, করোনার ধাক্কা থেকে এখনও পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পরিবহণ শিল্প। অথচ সরকার ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। উপরন্তু পুলিশি হয়রানি ও অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ১৫ বছরের পুরনো বাস তুলে দেওয়ার নিয়মে ছাড় দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল, কিন্তু সরকার তাতেও কর্ণপাত করেনি। সরকারের তরফে ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ এলেও বাস-মালিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে কোনও আপস নয়। তপনবাবুর হুঁশিয়ারি, 'এই তিনদিনে সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হব আমরা।' পরিবহণ শিল্পের দুর্দশা ও সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটকে 'বঞ্চনার প্রতিবাদ' বলে আখ্যা দিয়েছে বাস-মালিক মহল। সাধারণ যাত্রীরা যে এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে প্রণামের সদস্যদের নিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা আলিপুর বডিগার্ড লাইনে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইমামের ছদ্মবেশে, মমতাকে নিশানা সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে চার বছর ধরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ইমামের ছদ্মবেশে ছিলেন মোহম্মদ সেলিম। আধার-প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক বানিয়ে মকরমপুর দক্ষিণপাড়া মসজিদের ইমাম হয়ে ওঠেন তিনি। এমনকি রাজ্য সরকারের ইমাম ভাতাও পেতেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের মেখলিগঞ্জে অর্জুন সীমান্তচৌকির কাছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

এই ঘটনা তুলে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক্সে তিনি লেখেন, "This is not just administrative negligence — this borders on betrayal of the nation." তাঁর দাবি, এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীরা শুধু সরকারি সুযোগ-সুবিধাই নিচ্ছে না, ভোটার তালিকায় ঢুকে ভোট পর্যন্ত দিচ্ছে, তৃণমূলকে জেতাতে সাহায্য করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, প্রায় ৪৫০ কিমি সীমান্ত এখনও কাঁটাতারহীন, কারণ রাজ্য সরকার জমি দেয় না। সুকান্তর অভিযোগ, 'এটা পরিকল্পিত ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি।' মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তোপ দেগে তিনি লেখেন, "A dangerous record of failure." তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

একইভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পলও। তিনি বলেন, 'এর আগেও আমরা দেখেছি আনসারুল ইসলাম বাংলার জঙ্গি সাদ আলি, তার নাম দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় ছিল। সে তার মেয়েকেও তিন প্রধান প্রতিনিধি বানিয়েছে,

একজন পঞ্চায়েত সদস্য, একজন জঙ্গি। আর এর পেছনে মূলত মুখ্যমন্ত্রীর 'ভোটব্যাংকের রাজনীতি' কাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিদের, এমনকি বিতর্কিত ইমামদের এনে তাঁদের ভাতা দিয়ে ভোট নিশ্চিত করছেন।'

বেকবাগানে বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের আগুন শহর কলকাতায়। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বেকবাগান অঞ্চলে একটি বাণিজ্যিক বহুতলের একটি ফ্লোরে হঠাৎই দেখা দেয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আগুনের উৎস ওই ফ্লোরের একটি এসি ইউনিট, যা বিস্ফোরিত হয়ে মুহূর্তে চারপাশে ছড়িয়ে দেয় আগুন।

দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা একটি তলা আগুনে পুড়ে যায়। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকল কর্মীরা এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার থেকে পাইপের মাধ্যমে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। যেহেতু শনিবার ছুটির দিন, ওই বহুতলের বেশির ভাগ অফিস বন্ধ ছিল। ফলে বড় কোনও প্রাণহানির আশঙ্কা নেই বলেই দমকল সূত্রে অনুমান। তবে ভিতরে কেউ আটকে আছেন কি না তা নিশ্চিত করতে তল্লাশি চালানো হয়। এই অগ্নিকাণ্ড আবারও মনে করিয়ে দিল

বড়বাজারের ভয়াবহ হোটেল কাণ্ডের স্মৃতি, যেখানে সিঁড়ি থাকা সত্ত্বেও ১৪ জন বেরোতে না পেরে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠছে শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও বহুতলের সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে।

মাঝগঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির, উদ্ধার করল লঞ্চকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া থেকে আহিরিটোলার দিকে আসছিল লঞ্চ। মাঝগঙ্গায় পৌঁছতেই হঠাৎ করেই এক দম্পতি ঝাঁপ দেন গঙ্গায়। এমন দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যান লঞ্চে থাকা অন্যান্য যাত্রীরা। তবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন লঞ্চের কর্মীরা। দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েন নদীতে এবং সেফটি টায়ারের সাহায্যে উদ্ধার করে জীবিত অবস্থায় ডাঙায় তোলা হয় দু'জনকে।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। সূত্রের খবর, লিলুয়া ভট্টনগরের ওই দম্পতির একমাত্র ১১ বছরের কন্যাসন্তান সম্প্রতি কিডনির সমস্যায় মারা গিয়েছে। সেই শোকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে

অনুমান, সেই কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। সালকিয়া বাধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহনের লঞ্চে উঠেছিলেন তাঁরা, টিকিট ছিল আহেরিটোলা পর্যন্ত। মাঝনদীতে পৌঁছেই আচমকা ঝাঁপ দেন গঙ্গায়। যাত্রীদের চিৎকারে দ্রুত তৎপর হন লঞ্চের কর্মীরা। তাঁদের সাহায্যে দু'জনকেই দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় লঞ্চে থাকা যাত্রীদের মধ্যে। খবর পেয়ে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দম্পতিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে পুলিশ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এই দম্পতির পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। দ্রুততার সঙ্গে জীবন বাঁচানোয় প্রশংসিত হচ্ছেন লঞ্চকর্মীরা। গঙ্গার মাঝখানে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ফের একবার নদীপথের যাত্রা নিরাপত্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার দিকেই ইঙ্গিত করল।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অনুদানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুদ্ধবিধ্বস্তদের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী তহবিলে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান দিল ব্যারাকপুরের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন। এই নিঃশর্ধ দানেই প্রকৃত দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়, এমনই বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার এক বিবৃতিতে সুকান্তবাবু বলেন, 'এই অনুদান শুধুই আর্থিক সাহায্য নয়, এ হল দায়িত্ব, সহমর্মিতা এবং ভারতীয় চেতনার এক স্পষ্ট প্রকাশ।' তাঁর মতে, 'Nation First' কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি হল ভারতের হৃদস্পন্দন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। তিনি লেখেন, 'প্রতিটি নিঃস্বার্থ কর্মে ভারত উত্থিত হয়, প্রতিটি আত্মত্যাগে ভারত বেঁচে থাকে।' প্রধানমন্ত্রী তহবিলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের এই উদার অনুদানকে কুর্নিশ জানিয়ে সুকান্তবাবু বলেন, 'আমরা মিশনের এই মহান উদ্যোগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।' তিনি মনে করিয়ে দেন, এ দেশ গঠিত হয়েছে ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভিতের উপর, আর সেই আদর্শে আজও সমাজের নানা স্তরের মানুষ অবিচল রয়েছেন, এই অনুদান তারই প্রমাণ। এই মানবিক সহানুভূতির মুহূর্তে বিজেপির বার্তা স্পষ্ট; ভারতীয়ত্ব মানেই দায়িত্ব এবং সহানুভূতির মিলিত রূপ।

ট্যাংরাকাণ্ডে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই জেলে প্রণয় দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরার দে পরিবারের তিন সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আরও এক নাটকীয় মোড়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই গ্রেপ্তার হলেন পরিবারের বড় ছেলে প্রণয় দে। তাঁকে শিয়ালদা আদালতে পেশ করে ৩০ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, দে পরিবারের দুই গৃহবধূর শিরা কেটে ও কিশোরী মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই জেলে রয়েছে প্রণয়ের ভাই প্রসূন দে। ঘটনার দিন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দুই ভাই-ই, সঙ্গে ছিল এক নাবালকও। পুলিশ জানিয়েছে, দুই ভাই পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটান এবং পরে দুর্ঘটনার ভান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। প্রণয় ও প্রসূনের দাবি, তাদের ব্যবসায় মেক্সিকোর একটি সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। সেই সংস্থা প্রতারণা করে প্রায় ৫০ কোটি টাকার গ্লাভস ফেরত পাঠিয়ে এবং মূল্য না মিটিয়ে তাঁদের কার্যত দেউলিয়া করে দেয়। ব্যবসার পতন শুরু হয় গত বছরের শেষ থেকে। জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে, পাওনাদাররা অফিসে এসে হুমকি, গালিগালাজ এমনকি মারধর করারও চেষ্টা করেন। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই তাঁরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন বলে দাবি করেছেন দুই ভাই। অবশ্য পুলিশ সূত্রে খবর, শুধুই আর্থিক সংকট নয়, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও মানসিক ভারসাম্যজনিত সমস্যা এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকতে পারে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে লালবাজার।

সুদীপকে সরিয়ে কোর কমিটি, 'পুরনো বিরোধিতা' মনে করালেন তাপস রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতায় দলের সংগঠনে নাটকীয় রদবদল। সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর জায়গায় কোনও নতুন সভাপতি নয় বরং তৈরি করা হয়েছে ন'জনের একটি কোর কমিটি।

যার সদস্যরা হলেন অতীন ঘোষ, জীবন সাহা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ পাল, শশী পাঁজা, সুপ্তি পান্ডে, স্বপন কর্মকার, স্বর্ণকমল সাহা ও বিবেক গুপ্ত।

এমন সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কী তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই উঠছে নানা প্রশ্ন। কারণ, উত্তর কলকাতার সভাপতি পদ নিয়ে একসময় প্রকাশ্য সংঘাতে জড়িয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস রায়। সেই সংঘাতেই শেষমেশ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তাপস। শনিবার, সংবাদমাধ্যমের সামনে পুরনো সেই অধ্যায় টেনে আনেন তাপস রায়। তাঁর সাফ কথা, 'সুদীপের সঙ্গে বিরোধ ছিল। তবে সেটা ব্যক্তিগত নয়, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক।' কটাক্ষ করে বলেন, 'সঠিক বিরোধিতাই ছিল। তাই তো আজ এসব প্রশ্ন উঠে আসছে।' তৃণমূলে 'যোগ্যদের অবমূল্যায়ন' এবং 'অরাজনৈতিকদের পদ পাইয়ে দেওয়া'-র অভিযোগও তোলেন তিনি। বলেন, 'যারা রাজ্যসভা, লোকসভায় গিয়েছে, তারা বাংলারই নয়। ওখানে যোগ্যতার মূল্য নেই বলেই আমি দল ছেড়েছি।'

তৃণমূলের কোর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যারা শুরু থেকে দলে আছে, তারা জানে, মিটিং বসবে, কমিটি হবে, আবার ভেঙেও যাবে!' সুদীপের অপসারণে তাপসের প্রতিক্রিয়া যেন বিড়ম্বনাকেই চেনা গন্ধে ফিরিয়ে আনে নেতৃত্বের টানাপড়েন, পুরনো দ্বন্দ্ব আর তৃণমূলের অন্দর যুদ্ধের নতুন মোড়।

ইডির হাতে ধৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিএমডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৩ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিএমডি। কলকাতায় একটি ব্যাঙ্কে কর্মরত থাকাকালীন তিনি এই জালিয়াতি করেছিলেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে ওই ব্যক্তিকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কলকাতায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সিএমডি পদে ছিলেন অভিযুক্ত। সেই সময়ই একাধিক কাগুজে কোম্পানি খুলে বহুবার ঋণ নিয়েছিলেন সুবোধকুমার গোয়েল নামে ওই ব্যক্তি। এইভাবে অন্তত ১২-১৩ হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেন তিনি। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তদন্ত শুরু করে ইডি। সেই মামলার সূত্র ধরেই এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবারই অন্য একটি মামলায় গুজরাতের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তাঁর বিরুদ্ধেও অর্থ তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, তিনি অন্তত ১৫টি ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে তো বিগত কয়েক মাসে লাগাতার ইডি হানা দিয়েছে। বিভিন্ন মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা তল্লাশি অভিযান করেছেন। সম্প্রতি মেডিক্যাল দুর্নীতির তদন্তে নিউ টাউন-সহ একাধিক জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান চলে। মূল অভিযোগ, এনআরআই কোটায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিতে দুর্নীতি হয়েছে।

যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থল লেদার কমপ্লেক্স থানার কাঁটাতলা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে নলবনের বাঁধের উপরে এক হোটেল কর্মীর দেহ নজরে আসে এলাকাবাসীর। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, গলা কেটেই খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। যে জায়গা থেকে দেহ উদ্ধার হয় সেখানেই মাটিতে পড়েছিল চাপ চাপ রক্ত। এছাড়াও পাশে ছিল জুতো, মানিব্যাগ, রুমাল। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। একইসঙ্গে কাঁটাতলা থেকে নমুনাও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশের বড় টিম। মৃত্যুর আসল কারণ খুঁজতে এলাকার বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। মৃত যুবকের কোথায় বাড়ি, কাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল, সবই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। খুনের পিছনে পুরনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ সে বিষয়েও শুরু হয়েছে তদন্ত।

পাতিপুকুর আন্ডারপাসে কংক্রিটের চাঁই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দশক পেরিয়েও জলজটের সমস্যা থেকে মুক্তি হয় নি পাতিপুকুর আন্ডারপাসে।

কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) বিপুল খরচ করে আন্ডারপাস তৈরি করলেও জলনিকাশির সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই অভিযোগ। সম্প্রতি নিকাশি পরিদর্শনে গিয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে আনলেন কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং।

শনিবার পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, আন্ডারপাসের মূল ড্রেনের মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা হয়েছে ৭-৮ বস্তা কংক্রিট। ফলে জল নামার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তারক সিংয়ের অভিযোগ, এই কাজ 'সাধারণের কাজ' নয়, বরং চক্রান্তমূলকভাবে কন্ট্র্যাক্টররা করেছে।

তিনি এ বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে জানিয়েছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পাম্পিং স্টেশন ও পাইপ লাইনে পলি জমে যাওয়ায় জল বেরোতে পারছিল না। নিকাশি বিভাগের কর্মীরা সেই পলি তুলতে গিয়ে কংক্রিট ভর্তি বস্তাগুলি আবিষ্কার করেন। বর্তমানে ব্লোয়ার চালিয়ে পাইপ পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং একটি নতুন পাম্প বসানোর কাজ চলছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সমস্যাগুলি বাড়ছে। নিয়মিত নজরদারির ঘাটতিও রয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে। সাইটে না গিয়ে অনুমান করে রিপোর্ট দিলে চলবে না। আমি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল তৈরি করব।' পাতিপুকুর আন্ডারপাস যে এখনও দুর্দশার প্রতীক হয়ে রয়ে গেল, সেই বাস্তবতা আবারও সামনে এল।

সম্পাদকীয়

শুধু খাতায়-কলমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, ধ্বংসলীলা ও রক্তপাত চলতেই থাকবে

১৯৪৭-এর পর থেকেই পাকিস্তানের নানা সংগঠন কয়েক বছর অন্তর ভারতে নানা রকম জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে; ভারতের পার্লামেন্টে আক্রমণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা, মুম্বই আক্রমণ, পুলওয়ামাতে সেনা হত্যা, এখন পহেলগাম। তারা হত্যা করছে ভারতীয় সেনাদের, সাধারণ পর্যটকদের, নাগরিকদের। এটা বার বার হতে দেওয়া হচ্ছে কেন? ভারত তো এ ধরনের কার্যকলাপ পাকিস্তানের মাটিতে করে না। তা হলে কোন অসম্ভব সাহসে ভর করে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি সংগঠনগুলি ভারতের নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে কোতল করে? যদি এ রকমই চোরাগোপ্তা হত্যালীলা চলতে থাকে, তা হলে সাধারণ মানুষ, পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমাদের দেশকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতেই হবে। এই ঘৃণ্য কাণ্ড বার বার চলতে পারে না। তাই এর জন্য তাৎক্ষণিক জবাবের পাশাপাশি জোরদার কূটনৈতিক আলোচনা কৌশল প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ এবং যুক্তিভিত্তিক সমাধান প্রয়োজন। যেখানে খুব কঠিন ভাবে নির্দেশিত হবে সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যৌথ ভাবে মোকাবিলার পথ। সে ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক কূটকচাল চলবে না। চলবে না অস্ত্র বেচার অঙ্ক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক লাভের হিসাব। সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গি কার্যকলাপের কোমর ভাঙা নয়, মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে সারা পৃথিবীতেই। যুদ্ধে কাদের লাভ কাদের লোকসান হয়, তা আমরা কমবেশি জানি। আলোচনার টেবিলে সর্ব দেশের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট হবে সমাধানের পথ। সেখানে থাকুক সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্টজন। সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অভিনেতা, খেলোয়াড় প্রমুখ। তৈরি হোক কঠিন নীতি, যাকে কেউ কোনও দিন লঙ্ঘন করতে গেলে হাজার বার ভাববে। নীতি লঙ্ঘনকারী দেশের বিরুদ্ধে পৃথিবী এক হয়ে লড়বে। আশ্চর্য এটাই যে, পৃথিবীর তাবড় দেশগুলো তো সন্ত্রাসবাদ মৌলবাদ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলেই জানি। তবে সে কি শুধু খাতায় কলমে? তা হলে তো রক্তখেলা, ধ্বংস, মৃত্যুমিছিল আমরা দেখতেই থাকব!

শব্দবাণ-২৭৬

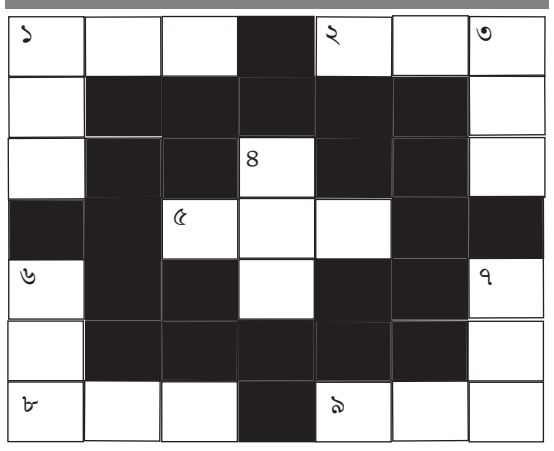

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সূর্য ২. অনর্থক, বাড়তি ৫. বসন্তকাল ৮. চাবুক মারা ৯. প্রকৃতপক্ষে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দিনের শেষ ৩. দেরি না করে ৪. অনস্তিত্ব ৬. ব্যাকুল,উদ্বিগ্ন ৭. বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৫

পাশাপাশি: ১. তপনতাপে ৪. টক্কা ৫. নকশা ৭. রাজীব ৯.সাদা ১১. রসিকেশ্বর।

উপর-নীচ: ১. তপোবন ২. নষ্ট ৩. পেটমারা ৬. শানদার ৮. বরাবর ১০. ফিকে।

জন্মদিন

আজকের দিন

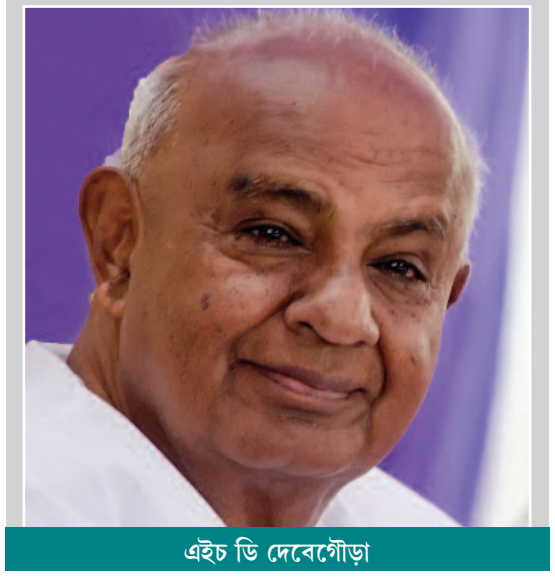

এইচ ডি দেবেগৌড়া

১৯২০ *বিশিষ্ট লেখক এম ভি ভেঙ্কটরামের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবিন্দর সিং ব্রারের জন্মদিন।*

এ বিশ্বে তরুণ প্রজন্ম সুখে নেই

গৌতম সরকার

তারুণ্য হল জীবনের এমন এক অধ্যায় যখন একাধারে জীবনকে ভরপুর উপভোগ করার সুযোগ মেলে অন্যাধারে দায়দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সেভাবে চেপে বসে না। সেই কারণে তরুণ বা কিশোর বয়সকালকেই সুখ ও আনন্দের নিরিখে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ধরা হয়। যদিও ইদানিং গালাপ, গ্লোবাল ফ্লারিসিং স্টাডি, পিউ রিসার্চ সার্ভে এবং আরও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। সেই সব সমীক্ষার মতে বর্তমান সময়ে ১৮-২৯ বছর বয়সীরা সুখের নিরিখে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে, অন্যদিকে পঞ্চাশোর্ধ্বরা সবচেয়ে বেশি সুখী বলে গণ্য হচ্ছে। বিশ্বের ২০টি দেশের দুই লক্ষেরও বেশি মানুষের সাথে কথা বলে অর্থনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত, এই পৃথিবীতে তরুণদের সামগ্রিকভাবে যতটা সুখে থাকার কথা তারা আদৌ ততটা সুখে নেই। সুখ সূচকের সাবেক ইউ-আকৃতির রেখাটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে, যেখানে ধরা হত জীবনের কৈশোর ও তরুণ বয়সে সুখ সর্বোত্তম হয়, তারপর মধ্যবয়স পর্যন্ত ধীরে ধীরে কমতে থাকে, এরপর আবার অবসর গ্রহণের পর শেষ বয়সে সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সম্প্রতি 'নেচার মেন্টাল হেল্‌থ' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ বলছে, বর্তমান সময়ে সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ই সবচেয়ে বেশি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। গ্লোবাল ফ্লারিশিং স্টাডির হার্ভার্ড এবং বেলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, এই তথ্য রীতিমত উদ্বেগজনক এবং এখান থেকে একি প্রশ্ন উঠে আসছে সেটি হল, আমরা কি তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগ করছি?

'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' উপাখ্যানের 'সেভেন স্টেজেস অফ ম্যান' বর্ণনা প্রসঙ্গে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার মানবজীবনের শেষ পর্যায়কে বিষন্নতার প্রতিমূর্তি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফল অন্য বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সারা পৃথিবীর তরুণ প্রজন্মও বয়স্ক মানুষদের তুলনায় কম সুখের জীবন যাপন করছে। রিপোর্ট বলছে ২০০৬ সালের পর উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার একাধিক দেশে তারুণ্যের সুখ সূচক ক্রমশ নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। ব্যতিক্রম হিসেবে জাপান ও তাইওয়ানের নাম উল্লেখ করা যায়, যে দেশ দুটিতে সুখের সূচক সাবেক ইউ আকৃতির অনুসারী এবং পোল্যান্ড ও তানজানিয়ার মত দেশে শেক্সপিয়ার সাহেবের আখ্যান মেনে বয়স্ক মানুষের মধ্যে অধিকতর বিষাদ ও অবসন্নতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

ইউনাইটেড নেশনস কমিশনের 'ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ' প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রের ফলও জানাচ্ছে গত এক-দেড় দশক ধরে তরুণ প্রজন্মের সন্তুষ্টি এবং সুখের মাত্রা ক্রমশ কমছে। সান ডিয়েগো স্টেট ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ববিদ জেন টোয়েং এবং ডার্টমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ডেভিড জি ব্ল্যাঞ্চফ্লাওয়ারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার জনগণের উপর টানা ১১টি জরিপের ফল একই কথা বলছে। তাঁদের মতে সুখ নির্ধারণকারী ইউ-আকৃতির রেখাচিত্রের দিন শেষ হয়েছে, এখন সেই ইউ-আকৃতি ধীরে ধীরে সমতল আকৃতি ধারণ করছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন এই পরিবর্তন কোভিড প্যান্ডেমিকের পর আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

ব্ল্যাঞ্চফ্লাওয়ারের মতে ইন্টারনেটই হল আসল অপরাধী। আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অর্থনীতিবিদ জানিয়েছেন, 'মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট পরিষেবা, অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যধিক ব্যবহার এর প্রধান কারণ।' ২০২৪ সালে 'পিউ রিসার্চ সার্ভে'র ফল বলছে, চারজনের মধ্যে তিনজন মার্কিনী তরুণ কবুল করেছে যে তারা তখনই বেশি আনন্দে সময় কাটাচ্ছে যখন তাদের হাতে মোবাইল ফোন থাকছে না। ২০২৪ সালের এক জরিপে দেখা গেছে ইউরোপ মহাদেশে ব্রিটিশ তরুণ এবং কিশোররা সবচেয়ে কম সুখী, এবং এর জন্য ওই রিপোর্টে সামাজিক মাধ্যমকেই দায়ী করেছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুদি গুণাডি সাদিকিন ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তাদের দেশের প্রতি দশজনে একজন মানসিক অবসাদের শিকার। তিনি এই অবসাদকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন, এক, উদ্বেগ যেটি মূলত অস্থিরতা এবং অস্বস্তিজনিত কারণে দেখা যায়; দুই, বিষণ্নতা এবং তিন, স্কিজোফ্রেনিয়া বা ভগ্নমনস্কতা বা যুক্তিহীনতা। তাঁর মতে সবটাই সামাজিক মাধ্যমে অনায়াস গতায়াতের ফল। বিভিন্ন সমীক্ষায় অন্য যেসব কারণগুলি উঠে এসেছে -

১. অর্থনৈতিক সংকট আধুনিক প্রজন্মকে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। নিরন্তর বেড়ে চলা খরচের জন্য জীবনযাত্রার মানের সাথে আপোস করতে হচ্ছে। ২০২২ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এক রিপোর্ট বলছে ক্রমাগত বেড়ে চলা গৃহমূল্য ব্রাজিল, ভারতের মত দেশগুলিতে তরুণ যুবকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত কারণ সামাজিক মাধ্যম মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের বিষয়ে অতি সচেতন করে তোলে। ২০২২ সালের আরেকটি সার্ভেতে দেখা গেছে সামাজিক মাধ্যমের অতি ব্যবহার এবং বিষণ্নতা ও একাকীত্ব বোধের মধ্যে একটা শক্তিশালী সম্পর্ক আছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটাতে সাহায্য করলেও, সে সবই ভার্চুয়াল। আজকের যুব সম্প্রদায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের সাথে সামনাসামনি সম্পর্কের নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩. অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ জলবায়ুর পরিবর্তন আধুনিক প্রজন্মের উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। এরপর রয়েছে রাজনৈতিক মেরুকরণ। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে মতাদর্শ, বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভাজন প্রত্যক্ষ হচ্ছে। ২০২৩ সালের ইউনিসেফের একটি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, সারা বিশ্বের তরুণেরা চরম দ্বন্দ্ব ও ধন্দের মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কতকগুলি সিদ্ধান্তগ্রহণ খুব জরুরি

এক, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতর জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনে জোর দিতে হবে। সামাজিক মাধ্যমের কুপ্রভাব থেকে এই প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে।

দুই, আন্তর্জাতিক বিনিময় প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণদের একসাথে করে তাদের মধ্যেকার বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ভার্চুয়াল নয়, মুখোমুখি বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে।

তিন. সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানী এবং সরকারের দায়িত্ব হল সামাজিক মাধ্যমের সঠিক ও উত্তম ব্যবহার। কড়া নিয়ম কানুন জারি করে এর অপব্যবহার রুখতে হবে। শিশু ও তরুণদের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কনটেন্টের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে

চার, প্রথাগত সিলেবাসের বাইরে গিয়ে স্কুলগুলিকে লাইফস্কিলের পাঠ দিতে হবে। আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মশালার মধ্যে দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে নিজ বাজেট তৈরি, ঋণগ্রহণ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

সমগ্র বিশ্ব এক নির্মম বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। ২০২৫ সালের বিশ্ব সুখ সূচকে মার্কিনী তরুণেরা প্রথমবারের জন্য প্রথম কুড়ির বাইরে চলে গেছে। এই দেশে ১২-২৪ বছরের কিশোর-তরুণদের বয়স্ক মানুষের তুলনায় বেশি সুখী বিবেচনা করা হত, সেই প্রবণতা ২০১৭ সাল থেকে বদলে গেছে। ইংল্যান্ডের ৩০ বছর কমবয়সীদের এই সূচকে স্থান হয়েছে ৩২তম, যেটি দেশটিকে মলডোভা, কসোভোর এমনকি এল সালভাদোরেরও পিছনে ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে ষাট বছরের ঊর্ধ্বের ব্রিটিশরা বিশ্ব সুখ সূচক সারণিতে প্রথম কুড়ির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আমেরিকার সার্বিক র‍্যাংকিং হল ২৪, কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল তিরিশ বছরের কমবয়সীদের সুখের নিরিখে স্থান ৬০, অন্যদিকে ষাট বছরের ঊর্ধ্বের আমেরিকাবাসীদের ধরলে দেশটি পৃথিবীর দশম সুখী দেশ। অথচ মাত্র দেড় দশক আগেকার তথ্য বলছে সারা বিশ্বে তরুণ প্রজন্মই তুলনামূলকভাবে সবথেকে বেশি সুখী ছিল।

তরুণ সম্প্রদায় হল কোনও দেশের মূল্যবান মানব সম্পদ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। সেই শক্তির সঠিক সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাদের সমস্যার কথা গুরুত্বের সাথে প্রনিধান করে প্রতিকারের সন্ধান যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ এই সম্পদ নষ্ট হলে সেটি হবে 'ডেড ওয়েট লস', যেটি ব্যবহারের সুযোগ একবার চলে গেলে শত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেও আর ফিরত পাওয়া যাবেনা।

অনন্ত আবেগ অন্তরায় না হোক

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

জানি না কেনো লিখছি বা লিখে কি লাভ! তবে একটা নেশা বা আনন্দ নিয়ে তো সবাই বাঁচে তাই আনন্দে থাকা আরকি। এই ভাবধারা একজন কবির। উঠতি এমনই একজন কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেনো লেখেন? উনি বলেছিলেন আমি লিখি না। আমাকে দিয়ে লেখানো হয়। মানে রবিঠাকুরের সত্যতা আজও ছড়িয়ে। হ্যাঁ, পুরোপুরি জড়িয়ে। আসলে সবই আবেগ। যে যা করুক না কেন তা এক অনন্ত আবেগ ছাড়া কিছু নয়। আর আবেগ মানুষকে বাঁচায়, আবেগ মানুষকে কাঁদায়। আবেগ মানুষ ভালোবাসে। আসলে কষ্টটা মানুষ ফিল করে। কষ্টটা মানুষ তাড়িয়ে উপলব্ধি করে। কষ্ট অনেকটা স্থায়ী। ভালোবাসা আজ আর কোথায়! সবটাই স্বার্থের। কেউ ঠিকমত শান্তিতে নেই। কারো ঠিকমতো ঘুম নেই। ঠিকমতো সুখ নেই তো অনেকেরই। ভালোবাসলে কষ্ট পেতে হবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু কত কষ্ট তার বিচার করে কোন মহাজন। পাপে ডুবে বসে আছি আমরা। আমাদের হৃদয় কি সাংঘাতিক অবক্ষয়ের পথে! কেন এত কষ্ট? মনে হয় আমরা তা বয়ে নিয়ে যেতে ভালবাসি। যার পেছনে রয়েছে সেই অনন্ত আবেগ। আর তা তো কমবেশি সকলেরই চেনা জানা।

কিন্তু কতটা আবেগ সামলে আপনি চলতে পারবেন সেটাই আসল বিষয়। আসলে তা বড় চ্যালেঞ্জ। একজন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সেই স্বপ্ন তার কতটা সত্যি সেটাই আসল প্রশ্ন। যে পারে সে জেতে, যে পারে না সে হারে। তবু স্বপ্ন সে দেখে। স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের দেশে মানুষ যে যা হতে চাই তা সে পায় না। সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো জানি সব পেলে নষ্ট জীবন। তাই সবটা না পেলেও চলে। তবু আমরা কি কেউ থেমে আছি? না, থেমে নেই। আমরা চলছি নিয়ত। ক্রমেই চলছি আর চলছি। ভালো জায়গাটা আজ আর নেই। কাউকে বিশ্বাস করার জায়গা আজ আর নেই। আমাদের মধ্যে ভালো জায়গাটা ফুরিয়েছে অনেক আগেই। কেনো নেই জানি না। তবে নেই। মানুষ আজ বড় অভাগা। কারণ সে আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারেনি। ভুল বললাম। শেখেনি। কিভাবে পারবে তাও তার ঠিকমত জানা নেই। আমাদের শিক্ষা রুচি হারিয়ে গেছে কবেই। আমরা আর আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই। আমার আমাদের রুচিতে নেই, আমরা আমাদের ভালোবাসায় নেই,আমরা আমাদের বিশ্বাসে নেই, আমরা মুল্যবোধে নেই। আমাদের রুচি হারিয়ে গেছে বহুদিন। আমাদের ভবিষ্যৎ উবে গেছে কবেই। কারন আমরা আবেগ কন্ট্রোল করতে পারিনি ভালভাবে। আমাদের যন্ত্রণা আমাদের একান্তই নিজের। ভালোবাসা আর আঘাতের মধ্যে আমাদের আবেগ বিচার করতে পারেনি। তাই আমরা কেউ তেমন ভালভাবে নেই। আমাদের মন ভিজে গেছে আগেই।

আসলে আমার মনে হয় আমরা যে যত তাড়াতাড়ি আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারব সে তত তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবো। আমাদের শিক্ষা আমাদের আবেগকে কন্ট্রোল করে। আমাদের রুচি আমাদের আবেগ কে শিক্ষা দেয়। ভরপুর শিক্ষা দেয়---- আমাদের মানবিকতাকে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টি সব কিছুতেই জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ। এখন দেখার কে কত তাড়াতাড়ি এই আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারে। আমাদের সংস্কৃতির পরিমন্ডলে আমাদের অনেকটা আসর দখল করে রেখেছে এই আবেগ। আমরা দেখেছি সৃষ্টিশীল মানুষেরা খুব বেশি আবেগপ্রবণ। যেমন কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যমে এই আবেগ আমরা দেখে থাকি। তবে এটাও তো ঠিক যে যার যত বেশি আবেগ তার ভেতর ঠিক ততটাই সত্যিটা বসবাস করে। আর এই অবস্থান থেকে ফেরা এককথায় অসম্ভব।

তবে এটা ঠিক যে আবেগ প্রবন মানুষদের জীবনে খুব কষ্ট। তাই কিছু ক্ষেত্রে আবেগ মানুষের জীবনে প্রশ্রয় পেলেও সব ক্ষেত্রে সেটিকে গুরুত্ব দেওয়াটা অনেকটাই বোকামি। কেন ? কারন আমরা দেখেছি এই আবেগের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের মান সম্মান। মানে যার আবেগ হতো বেশি তার মান সম্মান তত বেশি। এখন মুশকিলটা হলো এতো মান সম্মান এর ভয় সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়। আমরা দেখেছি ঠিক এই কারণে মানুষকে অনেক বেশি পস্তাতে হয়। আমরা জীবনের প্রতি পদে এই অবস্থানকে লক্ষ্য করি। মানে জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেগ বড় ক্ষতি করে। আর সেই সুযোগটা অন্যকেও নিয়ে নেই। সে আপনার প্রতিবেশী হতে পারে, সে আপনার দাম্পত্য জীবন হতে পারে, সে আপনার রক্তের সম্পর্ক হতে পারে। মানে জীবনের সব ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু না কিছু সমস্যা অনেকক্ষেত্রে তৈরি হয় এই আবেগকে ঘিরে।

এমনটা দেখা যেতেই পারে যে আপনি যাকে জীবন থেকে বেশি ভালোবাসেন সে আপনাকে ঠকাল। কেন? কারণ আপনার আবেগ অনেক বেশি। মানে আপনার মান সম্মান অনেক বেশি। ঠিক এখানেই দেখবেন আপনাকে হাতিয়ার করে আপনাকে কেউ না কেউ নিয়ত ঠকাচ্ছে। যে ঠকাচ্ছে সে জানে আপনি খুব ভালো মানুষ। কিন্তু তবু আপনার পেছন থেকে তার ছায়া কিছুতেই সরছে না। এটাই হচ্ছে কাল। মানে আপনার অন্তর্মুখী লক্ষণ আপনাকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। আপনি কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। একই কথা দাম্পত্য জীবনে ক্ষেত্রে বিরাট পরিমাণে দেখা যায়। মানে এক আলো আঁধারি ক্ষেত্রকে আগেই মেপে নেই দুজনের কেউ। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। যেখানে দুজনের কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না সেখানেই সমস্যা। যে যত তাড়াতাড়ি পারে সে তত তাড়াতাড়ি অন্যকে কব্জায় করতে চেষ্টা করে। এটা শুধু যে এক ক্ষেত্রে নয়,একভাবে হয় তাও নয় দেখা গেছে এটা হয় সর্বত্র। সেটা আপনার অফিস হতে পারে, সেটা আপনার অফিসের বাইরেও হতে পারে। তবে কি জানেন কিছু মানুষ এই আবেগপ্রবণ মানুষকে খুব বোকা মনে করে। কিন্তু আসলে কিন্তু তা নয়। দেখা গেছে আবেগ প্রবন মানুষরা খুব নিরীহ। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগায় অন্যে।

তবে এর থেকে বের হওয়ার উপায় কি? উপায় অবশ্যই আছে। আমার তো মনে হয় এর থেকে বের হওয়ার উপায় হলো আমাদের নিজেদের প্রতি আত্ম বিশ্বাস। আমাদের আত্ম বিশ্বাস হারালে চলবে না। আর সাহস আর ধৈর্য্য হলো সেই বস্তু যা আপনাকে কাজের প্রতি অনেক আন্তরিক করে। তাই কোনো ভয় বা সংশয় করলে চলবে না। জানবেন যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে আর যা হবে তা ভালোই হবে। বাকিটা ভগবান ঠিকই বুঝবেন। কি মানবেন তো

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বুদবুদে শাসক উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও।

বিগত দিনেও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দাদাগিরির নানান অভিযোগ উঠেছিল। এবার ফের দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা তথা বুদবুদ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডুর বিরুদ্ধে। এক মহিলা কো-অপারেটিভ বোর্ডের প্রাক্তন মহিলা সভাপতি ও বোর্ড এর মহিলা এক সদস্যকে মিটিং চলাকালীন সেখানে ঢুকে মারধর করেছে তৃণমূল নেতা তথা বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু ওরফে মনা কুন্ডু। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও, যেখানে দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু ওরফে মনা কুন্ডু অশান্তি থামানোর বদলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা একদিন পত্রিকা যাচাই করেনি।

জানা গিয়েছে, বুদবুদে সোনার তরী নামের এক মহিলা কো-অপেরেটিভের মিটিং হয়েছিল গত কয়েকদিন আগে। যেখানে সব মহিলা বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, বোর্ডের হিসেব সংক্রান্ত জরুরি সেই মিটিংয়ে ছিলেন বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি রুমা রুইদাস ও আরো এক প্রাক্তন মহিলা বোর্ড সদস্যা। অভিযোগ ওঠে মিটিং চলাকালীন আচমকা মহিলা অনুগামীদের নিয়ে মিটিং চলাকালীন ঢুকে পড়েন তৃণমূল নেতা ও তাঁর মহিলা অনুগামীরা, এরপর চলে তাঁকে ও তাঁর প্রাক্তন এক সদস্যকে মারধর। আর দাঁড়িয়ে থেকে সেই অশান্তিতে মদত দেন বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত উপপ্রধান তৃণমূল নেতা রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল নেতার দাদাগিরির সেই ভিডিও ভাইরাল হয় নিমেষে।

শুধু ওদের দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করাতেই তাঁর ওপর এমন অত্যাচার করেছে তৃণমূল নেতা রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু অভিযোগ মহিলা কো-অপারেটিভের প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি রুমা রুইদাসের। মানকর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে শেষে ইমেল মারফত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক স্তরের সব জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন আক্রান্ত মহিলা।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান তৃণমূল নেতা রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু পাল্টা অভিযোগ করেন কো-অপারেটিভের প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি রুমা রুইদাস দুর্নীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন। সমালোচনায় সরব বিরোধীরা। সমস্যা শাসক শিবিরে। ঘটনার সম্পর্কে গলসি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্দন চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, ঘটনার বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছেন। মহিলাদের গোষ্ঠী নিয়ে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। তাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল সেটার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার জায়গা আছে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে হবে। তবে মহিলাদের গোষ্ঠীর মধ্যে যিনি অশান্তি করবা বা মারধর করা কখনওই উচিত নয়। এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রশাসন প্রশাসনের মত কাজ করবে।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা।তিনি বলেন এই রাজ্যে তো আইনের শাসন চলে না। চলে শাসকের আইন। এটাই এগিয়ে বাংলার উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। যতদিন এই সরকার রাজ্যে থাকবে ততদিন এমন ঘটনা সামনে আসবে।

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন,পূর্ব বর্ধমান: সুদের টাকা না পেয়ে এক ব্যক্তির দোকানে ঢুকে তার নাবালক ছেলের গায়ে গরম দুধ ঢেলে দেওয়ার ঘটনায় পালিয়ে বেড়ানো বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার ২৮ দিনের মাথায় ওই বিজেপি নেতা অমিত মাকড়কে পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের একটি হোটেল থেকে অমিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক মাস খানেক ধরে ওই বিজেপি নেতা ভিন রাজ্যে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ মোবাইল ট্রাক করে ওত পেতে বসেছিল। পাকুড়ের হোটেলে শুক্রবার ওঠে অমিত। খবর পেয়ে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ ও পাকুড় থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে শনিবার ভোরে তাকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, দেওয়ানদিঘি থানার মালকিতা গ্রামের বাসিন্দা উমাশঙ্কর সাউকে চড়া সুদে টাকা ধার দেন বিজেপির বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অমিত মাকড়। প্রায়ই টাকা আদায়ে দোকানে হানা দিয়ে গালিগালাজ করতেন অমিত। গত ১৯ এপ্রিল দুপুরে মৌসম হাজরা নামের এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে উমা সাউয়ের দোকানে চড়াও হয় অমিত মাকড়। সেই সময় দোকানের মালিক অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা দোকানে ছিলেন না। ছিল তার নাবালক ছেলে। এরপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে দোকানে হামলা চালায় অমিত। শুরু হয় ভাঙচুর। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর উমাশঙ্করের ছেলে বাধা দিতে এগিয়ে গেলে। তখন ক্রোধে অমিত তার ওপর পাত্র থেকে ফুটন্ত দুধ ছুড়ে মারে। এই আক্রমণে নাবালকের শরীরের অনেক অংশ দগ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় মানুষজন। এই হিংস্র আক্রমণের নেপথ্যে ছিল সুদের টাকা আদায়ের ঘটনা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিপদ বুঝতে পেরে এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দেন অমিত। যদিও তার সঙ্গী মৌসম হাজরাকে পুলিশ পরদিন গ্রেপ্তার করে। কিন্তু বিজেপি নেতা অমিত মাকড়ের হদিস পাচ্ছিল না পুলিশ।

পুলিশ ও সরকারকে তীব্র কটাক্ষ মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান ডিওয়াইএফআইয়ের ২০তম রাজ্য সম্মেলন ২৩ জুন। সেই সম্মেলনকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত রানা পাড়ায় তীর ধনুকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মী সমর্থকরা উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি। এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, সরকার কয়েকশ কোটি টাকা খরচ করছে শুধু মাত্র বর্তমানে চাকরি নেই, জিনিস পত্রের মূল্যবৃদ্ধি, ভেজাল জিনিস,দুর্নীতি সব কিছু ঢাকতে ফেসবুক, [illegible] ব্যবহার করছে। তৃণমূল রাজ্যজুড়ে লুঠ, জোচ্চুরি কারসাজি, ভুয়ো এসব জিনিস করছে, রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি, দাঙ্গা করছে।

তিনি আরও বলেন, পূর্ব বর্ধমানে চলছে অবৈধ বালি কারবার, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, তিনি বলেন হেলমেট ছাড়া ২০ কিলোমিটার গেলেই পুলিশ ধরছে কিন্তু অবৈধ বালি পাচার চলছে তাতে হেলদোল নেই পুলিশের,তাহলে কি পুলিশ চাইছে অবৈধ বালি পাচার হোক।

কর্নেল কুরেশিকে অপমানের প্রতিবাদে বিক্ষোভে কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কয়েকদিন আগে মধ্যপ্রদেশের এক বিজেপি নেতা বিজয় কুমার শাহ ভারতীয় সেনার অফিসার তথা ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামলেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

শনিবার বিজেপি নেতা বিজয় কুমার সাহের ছবিতে কালী মাখিয়ে এবং জুতোর মালা পরিয়ে কাঁকসা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বিশ্বাস সহ ব্লকের কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা। এদিন দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাঁকসা থানায় ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে থানার পক্ষ থেকে কোনরকম ভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা থানা থেকে বেরিয়ে এসে তারা ডাক বিভাগের মাধ্যমে অভিযোগপত্র থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, গত মাসে কাশ্মীরের পহেলেগাঁও জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয় ২৬ জন পর্যটকের। এরপরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যদিও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেও। ভারত সরকার সমস্ত রকম প্রমান দেখিয়ে অপারেশন সিন্দুর নাম দিয়ে অভিযান চালিয়ে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার পাশাপাশি ১০০জনেরও বেশি জঙ্গিকে খতম করে ভারতীয় সেনা। সেই অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ভারতের দুই বাহিনীর মহিলা অফিসার।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসসি ও আইএসসি পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন। ছবি: বনস্পতি দে

শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: শনিবার অপারেশন সিঁদুর অভিযানে বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূলের মিছিল হল সিউড়িতে।

দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার কাজে এবং শত্রু মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী যে অভূতপূর্ব এবং অসমসাহসী ভূমিকা পালন করেছে এবং যে জওয়ানরা শহিদ হয়ে দেশকে বাঁচিয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিউড়ি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী মিছিল হল শনিবার। সিউড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয় এই মিছিল বের হয়। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় সহ শহর তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মিছিলে হাঁটেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GPT group
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN: L20103WB1980PLC032872
রেজিঃ অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)

সংশোধনী

গত ইংরাজি ১৭.০৫.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ' বিজ্ঞাপনে "৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ"-এর পরিবর্তে "**৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**" পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.১১.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী রীতা মন্ডল ও শ্রী গদাধর মন্ডল** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **৭২৩৪৬৩.২২/- টাকা + সুদ (সাত লক্ষ তেইশ হাজার চারশো তেষট্টি টাকা বাইশ পয়সা তদুপরি সুদ।)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭ মে, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৭২৩৪৬৩.২২/- টাকা এবং তার উপর সুদ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ ভূমির আয়তন ৪.০০ দশমিক ৬ গ্রাম - পাথরঘাটা, পোস্ট- বোহারকুলি, থানা - কালনা, মৌজা - পাথরঘাটা, জে.এল. নং ২০৬, খতিয়ান নং - ১৩৮৬, প্লট নং - ৬২৮/২৬৯৮, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ , ৭১২১৪৬ তে অবস্থিত ৪.০০ ডেসিমেল এলাকা সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (শ্রেণিবিন্যাস - বাস্তু)।

সীমানা: উত্তরে - পঞ্চায়েত রোড। দক্ষিণে - গদাধর মণ্ডলের জমি সম্পত্তি, পূর্বে - নন্দ মণ্ডলের জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে - দেবাশীষ মণ্ডলের জমি সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১৭.০৫.২০২৫
স্থান: গ্রামকুলটি
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম বি
গণঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস্, ২০১৬-র রেগুলেশন ১২)

গ্লোরি ফার্নিসারস প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

ক্র.নং	বিশেষ বিবরণ	বিশদ
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	গ্লোরি ফার্নিসারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের সংস্থা গঠনের তারিখ	২০.০৭.১৯৯৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর সংগঠিত/ নিবন্ধভুক্ত	কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে, কলকাতার কোম্পানি নিবন্ধক
৪.	কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর/কর্পোরেট ডেটরের লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74999WB1999PTC089886
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তরের ঠিকানা (যদি থাকে)	নিবন্ধিত অফিস: তালডাঙ্গা শ' মিলস জি টি রোড, পোস্ট অফিস চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২১০১
৬.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের তারিখ	১৪.০৫.২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১৪.০৫.২০২৫ (অর্ডারটি ১৭.০৫.২০২৫ তারিখে গৃহীত হয়েছে)
৮.	লিক্যুইডেটর হিসেবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নথিভুক্ত নং.	ভিক্কি ড্যাং **রেজি নং:** IBBI/IPA-003/00359/2021-2022/13763
৯.	লিক্যুইডেটরের ঠিকানা ও ই-মেল অ্যাড্রেস যা বোর্ডের কাছে নথিভুক্ত	রেজি: ঠিকানা- বি-৪১, ২য় ফ্লোর, গঙ্গা রাম ভাটিকা, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-১, নিউ দিল্লি-১১০০১৮, ইমেইল - vikkydang@gmail. com
১০.	লিক্যুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল যার দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব	অফিসের ঠিকানা - এ-৪৭, বেসমেন্ট, কৈলাস কলোনি, নয়াদিল্লি-110048, ইমেল- cirp.gloryfurnishers@gmail.com
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	১৪-০৬-২০২৫

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ **গ্লোরি ফার্নিসারস প্রাইভেট লিমিটেড** -এর লিক্যুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন **১৪.০৫.২০২৫** তারিখে ।
গ্লোরি ফার্নিসারস প্রাইভেট লিমিটেড -এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে, তাঁদের দাবি প্রমাণক সহ জমা করার জন্য **১৪.০৬.২০২৫** তারিখে বা তার আগে, লিক্যুইডেটরের কাছে, দফা ১০ উল্লিখিত ঠিকানায়।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটরগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করবেন শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। অন্যান্য সকল ক্রেডিটরগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করতে পারেন, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।
দাবির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রমাণক জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে।
লিকুইডেটরের নাম ও স্বাক্ষর: ভিক্কি ড্যাং
তারিখ ও স্থান : ১৮.০৫.২০২৫, নয়াদিল্লি
cirp.gloryfurnishers@gmail.com
vikkydang@gmail.com
এএফএ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত বৈধ।

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস,৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল: zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৭.০৬.২০২৫** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **১৮.০৬.২০২৫ তারিখের সকাল ১০.০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২০১৭৭৬১০০০২৫৩৩ এবং **বর্ধমান শাখা**	সঞ্জীব সাহা	বনমসজিদ পাড়া, পোস্ট ও থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান	৩.৩৮০ গ্রাম

তারিখ: ১৭.০৫.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **২৭.০২.২০২৫ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, আমাদের **সোনারপুর শাখায়** যাদের লোন অ্যাকাউন্ট আছে সেই **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স এন.পি. জুয়েলার্স,** ঠিকানা- ৬৩, বেহারা পাড়া, ১৩ নং ওয়ার্ড, রেল স্টেশনের কাছে, পিন-৭০০১৫০। **এছাড়াও এখানে-** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, রাজপুর- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০, **শ্রী পার্থ ঘোষ (স্বত্বাধিকারী, বন্ধকদাতা ও জামিনদার),** পিতা- নীলমনি ঘোষ, ঠিকানা- ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৫০, **শ্রী তিমির বরণ ঘোষ (বন্ধকদাতা ও জামিনদার),** পিতা- শ্রী নব কুমার ঘোষ, ঠিকানা- সোনারপুর মাছ বাজার, সোনারপুর, পিন - ৭০০ ১৫০। **এছাড়াও-** ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৫০, এবং **শ্রীমতী সৈরিন্ধ্রী ঘোষ (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী পার্থ ঘোষ, ঠিকানা- ৩৩, রামকৃষ্ণপল্লী, রাজপুর-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫০ -কে **১,০৮,৪৪,৫৮১.০০ টাকা** (এক কোটি আট লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো একাশি টাকা মাত্র) **২৭.০২.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৬ মে, ২০২৫** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১,০৮,৪৪,৫৮১.০০ টাকা** (এক কোটি আট লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো একাশি টাকা মাত্র) **২৭.০২.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক , সোনারপুর শাখার** চার্জ সাপেক্ষ হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধককৃত সম্পদ :
সম্পত্তি ১ : ১১ কাঠা ১০ ছটাক এবং ২ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও পুকুরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৩৪০, ওয়ার্ড নং ০৯, গোরখাড়া, জে.এল. নং ২২, তৌজি নং ২৫০, আরএস নং ৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৩০ এবং ৪৮৩২, আরএস দাগ নং ৫১১, এলআর দাগ নং ৫১১, **শ্রী পার্থ ঘোষ এবং শ্রী তিমির বরণ ঘোষের নামে** ২০.১২.২০১২ তারিখে এডিএসআর - সোনারপুরে সম্পাদিত দলিল নং ১৫০১৫, সিডি ভলিউম নং ৩৯, পৃষ্ঠা - ৩০৩১ থেকে ৩০৪২ পর্যন্ত। চেইন দলিল নং ১৭৫১ তারিখ ০২.০৬.১৯৭১। **সীমানা:** উত্তর - ধনপতি নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণ - ভোলা ঘোষের সম্পত্তি, পূর্ব - ৮ ফুট প্রশস্ত প্যাসেজ, পশ্চিম - দেবোত্তর সম্পত্তি
সম্পত্তি ২ : ৭৩ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যাররাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ১৬৩৫, ওয়ার্ড নং ৮, মৌজা - নিশ্চিন্তপুর, জে.এল. নং ৫৩, তৌজি নং ২৮৫, আরএস নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৬৪, এলআর খতিয়ান নং ২৭৮, আরএস দাগ নং ৪১০, এলআর দাগ নং ৬০০ **শ্রী পার্থ ঘোষের নামে** ০৬.০৯.১৯৯৬ তারিখের দলিল নং ৪০৬৪ এবং ০৫.০৯.১৯৯৯ তারিখের দলিল নং ৭৮২ তারিখের এডিএসআর - সোনারপুরে সম্পাদিত বই নং ১, খণ্ড নং। ১৩, পৃষ্ঠা ১৫৭ থেকে ১৬২। **সীমানা:** উত্তর - দাগ নং ৪১০ এর অংশ, দক্ষিণ - পশুচিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র এবং খেলার মাঠ, পূর্ব - আরএস দাগ নং ৪১০ এর অংশ এবং ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম - আরএস দাগ নং ৪১০ এর অংশ এবং পঞ্চগোপাল দাস বাগানী এবং সুরেশ চন্দ্র দাসের জমি।

তারিখ: ১৬.০৫.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম- অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)] এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৩.০৬.২০২৫
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.০৫.২০২৫

ইচ্ছুক দরদাতারা কেবল প্লান্ট ও যন্ত্রপাতির জন্য বিড করতে পারেন। তবে প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিসহ জমি ও ভবন ক্রয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু জমি ও ভবন বিক্রি করা হবে না।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/হাইপোথিকেটেড/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, **০৩.০৬.২০২৫ তারিখ** সময় সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ১৫ [রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]
১৩.০৪.২০২৩ অনুযায়ী **২,৭৫,৪৪,২১৬.০০ টাকা** + এর উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স শ্রীকৃষ্ণ মডার্ন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড, ১) শ্রী মনোজ কুমার নন্দী (ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর),** পিতা- দুলাল চরণ নন্দী, প্রয়াতমায়া রানী নন্দীর পুত্র ও আইনগত উত্তরাধিকারী, **২) শ্রী পঙ্কজ কুমার নন্দী, ওরফে উত্তম কুমার নন্দী (ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর),** পিতা- দুলাল চরণ নন্দী, প্রয়াতমায়া রানী নন্দীর পুত্র ও আইনগত উত্তরাধিকারী, **৩) প্রভাত কুমার নন্দী,** পিতা- দুলাল চরণ নন্দী, প্রয়াতমায়া রানী নন্দীর পুত্র ও আইনগত উত্তরাধিকারী, **৪) শ্রীমতি সুজাতা রানী পাল (জামিনদার)** স্বামী-পার্থ সারথি পাল, প্রয়াত মায়া রানী নন্দীর কন্যা ও আইনি উত্তরাধিকারী-এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে-
সম্পত্তি নং ১) ৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা, সম্পত্তি নং ২) ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং বায়না অর্থ জমা করতে হবে যথাক্রমে **১) ৩৬,৪০,০০০.০০ টাকা ২) ১,০০,০০০.০০ টাকা**। দর বৃদ্ধির পরিমাণ **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১.(ক) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মোট পরিমাপ ০.৩৬ একর কমবেশি এবং তার উপর নির্মিত সমস্ত স্থাপনা, যা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে অবস্থিত- মৌজা পাণ্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮,থানা পাণ্ডুয়া, কামারপাড়া (কালবাজার), জি.টি. রোড, গ্রাম বেণেপাড়া, পোস্ট-ডাকঘর ও থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলি-৭১২১৪৯, গ্রাম পঞ্চায়েত পাণ্ডুয়া, আর.এস. দাগ নং ৬৯৩, ৭০৭, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, এল.আর. দাগ নং ৪৫৫, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, **দলিল নং আই-১১০৯/১৯৯২,** বই নং ১, ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৩৪৫ থেকে ৩৬২ **শ্রী মনোজ কুমার নন্দী, শ্রী প্রভাত কুমার নন্দী, শ্রী উত্তম কুমার নন্দী ওরফে পঙ্কজ নন্দী, শ্রীমতী মায়া রানী নন্দী, শ্রীমতী সুজাতা রানী পাল -এর নামে।**
(খ) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মোট পরিমাপ ১.২৪ একর কমবেশি এবং তার উপর নির্মিত সমস্ত স্থাপনা, যা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে অবস্থিত- মৌজা পাণ্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮, থানা পাণ্ডুয়া, কামারপাড়া, (কালবাজার), জি.টি. রোড, গ্রাম বেণেপাড়া, ডাকঘর ও থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলি-৭১২১৪৯, গ্রাম পঞ্চায়েত পাণ্ডুয়া, আর.এস. দাগ নং ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৭০৫, এল.আর. দাগ নং ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৪৭, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬৯, **দলিল নং আই-২৯৩৫/২০১০,** বই নং ১, ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা নং ২৮৯১ থেকে ২৮৯৯, **শ্রী মনোজ কুমার নন্দী, শ্রী পঙ্কজ কুমার নন্দী ওরফে উত্তম কুমার নন্দীর নামে আছে। আই-৩১২৪/২০১০, বই নং ১,** ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা নং ২৩০৪ থেকে ২৩১২ **শ্রী মনোজ কুমার নন্দী, শ্রী পঙ্কজ কুমার নন্দী ওরফে উত্তম কুমার নন্দীর নামে আছে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- অন্যান্য ব্যক্তির সম্পত্তি, দক্ষিণে- মায়া রানী মণ্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে- মায়া রানী মণ্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা।
সম্পত্তি নং ২. পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন মেসার্স শ্রীকৃষ্ণ মডার্ন রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রাম-বেনেপাড়া, পিপোস্ট ও থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২১৪৯-এ মাটিতে স্থাপন করা প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি। ১.) বয়লার (১ টি), ২.)২৬ টন ডায়ার (১ টি), ৩.) ৩০ টন ওজনের ব্রিজ মেশিন (১ টি)।
(বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি)

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com দেখুন। খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৫
স্থান: বর্ধমান
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L13100WB1978PLC031670
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১, ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত 31.03.2025			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৩,৫৫২.০৩	১১,৩১৫.১৪	১৪,৪২৪.৩৬	৫৪,৫৫৮.২৫	৫৭,১০০.০১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,৪১২.০২	২১৬.৬৯	১,২১১.৬০	৪,৪৮৪.৪৩	৭,৯৩৬.২০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৪১২.০২	২১৬.৬৯	১,২১১.৬০	৪,৪৮৪.৪৩	৭,৯৩৬.২০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,০২৫.২৯	১১৯.৮৯	৯১৭.৪৫	৩,২৮১.১৭	৫,৯২৩.৩৪
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১,০১৮.২৯	১১৯.৮৯	৯১৭.৪৯	৩,২৭৪.১৭	৫,৯২৩.৩৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৭,৭১৮.২০	১৪,৪৪৪.০৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (₹১০/- প্রতিটি)					
	(ক) মৌলিক (বার্ষিকীকৃত নয়) (₹)	৩.২২	০.৩৮	২.৯০	১০.৩৬	১৮.৭৪
	(খ) মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়) (₹)	৩.২২	০.৩৮	২.৯০	১০.৩৬	১৮.৭৪

দ্রষ্টব্যঃ-
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১৬.০৫.২০২৫ তারিখের কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত।
৩. পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলি তুলনামূলক করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃগোষ্ঠীভুক্ত/পুনঃসজ্জিত করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ মে, ২০২৫

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
হর্ষ জাজোদিয়া
(ডিরেক্টর)
(DIN : 07022106)

পরিবারের চার সদস্যকে খুনের ১১০ দিন পর বাড়ির ছোট ছেলেকে ফাঁসির সাজা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাঁচ বছরের মাথায় নজিরবিহীন খুনের ঘটনার রায় দিল মালদ জেলা আদালত। কালিয়াচকে একই পরিবারের চারজনকে নির্মম হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা শোনালেন মালদা জেলা দায়রা আদালতের বিচারপতি শুভায়ু বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কালিয়াচক থানার ১৬ মাইলে একই পরিবারের চারজন খুন হয়। খুন করে পরিবারের ছোট ছেলে মহম্মদ আসিফ। এই খুনের ১১০ দিন পর আশিফের দাদা মহম্মদ আরিফের অভিযোগের ভিত্তিতে কালিয়াচক থানার পুলিশ মহম্মদ আসিফকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাড়ির ভিতরে একটি গোডাউনের মেঝে খুঁড়ে চার জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চারজন আসিফের দিদা আলেক নুর বেওয়া (৭২), মা ইরা বিবি (৩৬), বোন রিমা খাতুন (১৬) এবং বাবা জাওয়াদ আলি (৫৩)।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে বাবা, মা, দাদা, বোন এবং দিদা, এই পাঁচজনকে খাওয়ায় আসিফ। অচৈতন্য হয়ে পড়েন প্রত্যেকে। তারপরই তাঁদের মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে দেয় সে। বেঁধে দেওয়া হয় হাত-পা। আগে থেকেই গুদামঘরে একটি চৌবাচ্চা তৈরি করেছিল আসিফ। অল্প অল্প করে তাতে জলও জমায় সে। সেই গুদামঘরে যাতায়াতের জন্য তৈরি করে একটি সুড়ঙ্গ। ঘটনার দিন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গুদামঘরে একে একে পাঁচজনকে অচেতন অবস্থায় নিয়ে যায় সে। চৌবাচ্চায় ফেলে দেওয়া হয় প্রত্যেককে। তবে আসিফের দাদা আরিফের মুখের সেলোটেপ কোনওভাবে খুলে গেলে জ্ঞান ফিরে আসে তাঁর। ভাইয়ের সঙ্গে তখন ধস্তাধস্তি, মারামারি করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে কলকাতায় চলে যান আরিফ। এই ঘটনার সাড়ে তিন মাস পর আরিফ এলাকায় ফিরে এসে কিছু মানুষের সাহায্য নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে। হত্যাকাণ্ডের ১১০ দিন পর সেই বাড়ি থেকে চারটি পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত বাড়ির ছোট ছেলে আসিফ মহাম্মদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এদিন সরকারি পক্ষে আইনজীবী বিভাস চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, ধৃতকে দোষী প্রমাণিত করার পর ৩০৭ ধারায় সাত বছর কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা, ২০১ ধারায় দশ বছর কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৩০২ দু'ধারায় ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিএসএফের হাতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি মৌলবী, ভুয়ো আধার দেখিয়ে পেলেন ইমাম ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পার হওয়ার পথে বিএসএফের হাতে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশি মৌলবী। ধৃতের নাম সেলিম আনসারি। সেলিম আনসারি দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার মকরামে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। ধৃত সেলিম বামগলাদেশের চট্টগ্রামের টেকনার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের দুই আত্মীয় ভারতে গোপনে ভুয়ো পরিচয় পত্র নিয়ে রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সেলিম আনসারি রোহিঙ্গা বলেই গোয়েন্দা সূত্রে খবর। ভুয়ো আধার কার্ড দেখিয়ে বেলডাঙা ব্লক থেকে ইমাম ভাতা পেতে সেলিম আনসারি। মকরামপুরে এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন।

বেলডাঙার মকরামপুর মসজিদে প্রায় ১৭-১৮ মাস ধরে ইমাম ছিলেন সেলিম আনসারি। বাংলাদেশের ওই সেলিম আনসারিকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। বেলডাঙার লোককে সেলিম আনসারি বিহারের বাসিন্দা বলে জানিয়েছিল। তার কথা দেখেও কেউ বুঝতে পারেনি। ভারতীয় আধার কার্ড দেখিয়ে ওই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সেলিম আনসারি। সেই ভাড়া বাড়িতে তার মা রয়েছে। যদিও তার মা ভিন্ন ভাষায় নানা কথা বললেও বিশেষ কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। গত ১২ দিন আগে বিহার যাবে বলে বেলডাঙা থেকে বেরিয়ে ছিল সেলিম আনসারি। শুক্রবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের সীমান্ত থেকে সেলিম আনসারিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে, এই কদিন সেলিম আনসারি কোথায় ছিল। মসজিদের ইমামের পাশাপাশি স্থানীয় একটি শিশু মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত সেলিম। সেখানে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত তার তদন্ত শুরু হয়েছে। সেলিম আনসারির মা বেলডাঙার ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন। তিনি চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তাঁর ভাষা অবোধ্য বলে কিছুই বোঝা যায়নি। তবে তিনি বাংলাদেশি বলে অস্বীকার করেছেন। বিহারের বাসিন্দা বলে জানান। কিন্তু বিহারের কোনও ঠিকানা জানাতে পারেননি। ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জানেন না। ছেলে বড় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন বলে জানান।

ঝাড়গ্রামে তিরঙ্গা যাত্রায় সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে দেশপ্রেমের বার্তা দিতে শনিবার বিকেলে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রামের নেতাজি আদর্শ হাই স্কুল থেকে তিরঙ্গা পদযাত্রা শুরু হয়ে কলেজ মোড়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় কয়েকশো মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি দেশাত্মবোধক থিম দিয়ে বর্ণাঢ্য করা হয়। যার মধ্যে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাটআউট, অপারেশন সিন্দুরের কৃতি কর্নেল সোফিয়া কুরেশি, ব্যোমিকা সিং সহ অন্যান্য যোদ্ধাদের প্রতিকৃতি এবং পাকিস্তানি ড্রোন হানাকে প্রতিহত করার চিত্র রাখা হয়েছিল। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সহ জেলা ও রাজ্যস্তরের বিজেপি নেতৃত্ব। দেশাত্মবোধক গানের তালে তালে পা মেলান বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। শোভাযাত্রা শেষে বিজেপির মহিলা কর্মীরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানানো এবং দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা আরও জাগ্রত করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে বিজেপি নেতৃত্ব জানান।

শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের নারায়ণপুর এলাকায় অবস্থিত গান্ধি মূর্তির পাদদেশে চলে এই ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা গোপাল দেব, যুব কংগ্রেস নেতা অমিত কর্মকার সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, বিকাশ ভবনের সামনে দিন কয়েক আগে আন্দোলনরত চাকরিহারাদের ওপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবিলম্বে চাকরিতে পুনর্বহাল করার দাবিতেই এদিন ধর্না কর্মসূচিতে সামিল হয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব। অন্যদিকে, ধর্না কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল পুলিশ।

এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা গোপাল দেব জানান, শিক্ষকের উপর পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষকরা তাঁদের চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছিল। সেই সময় পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। এটি সারা ভারতবর্ষে তথা বাংলার কলঙ্ক, শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক। আমরা চাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করুন।'

সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগে সাংবাদিককে হুমকির অভিযোগ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য আরামবাগ জুড়ে। বারে বারে সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভের উপর আঘাত নিয়ে নিন্দার ঝড়। ঘটনার সূত্রপাত টোটোর ভাড়া বৃদ্ধির খবর করা নিয়ে। এই নিয়ে আরামবাগের সাংবাদিক সুরোজ আলি খান আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, গত ১৫ মে আরামবাগ পোস্টের প্রতিনিধি মিলন সাঁতরা আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে টোটো নিয়ে খবর করতে যান। সেখানে রাত ১০টা বাজলেই টোটো ভাড়া বেড়ে যায় কেন। এমন প্রশ্নের বক্তব্য রাখেন টোটো ইউনিয়নের একজন মৌখিক সম্পাদক শেখ সাদ্দাম। তিনি বিভিন্ন মিডিয়ায় বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমারবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টোটো চালক থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ কে কি বলছেন? তা নিয়ে ওই সংস্থার প্রতিনিধি খবর তুলে ধরেন এবং আরামবাগ পোস্ট চ্যানেলেও সম্প্রচার করা হয়। তারপর ওই সাদ্দাম নামে ব্যক্তি সন্ধ্যায় ফোন করে হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়। এরপর এদিন আরামবাগ থানায় ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই বিষয়ে টোটো চালক শেখ সাদ্দাম বলেন, আরামবাগে টোটোর কোনও ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। উনি যদি আমার নামে অভিযোগ করেন কোনও অসুবিধা নেই। মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে আরামবাগ শহর আইএনটিটিইউসি সফিকুল আলম (লিল্টু) বলেন, শেখ সাদ্দাম নামে টোটো চালককে কোনও দলীয় পদ দেওয়া হয়নি। টোটো বিষয়ে তাই ওনার বক্তব্যের গুরুত্ব নেই। ভাড়া বাড়ছে না। একটা ভুল হয়েছে। সংশোধন করা হবে। অপরদিকে এই বিষয়ে সাংবাদিক সুরোজ আলি খান বলেন, আমাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়। যেকোনও সময় হামলা হতে পারে। তাই থানায় অভিযোগ করেছি।

রঘুনাথগঞ্জে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: ফের রঘুনাথগঞ্জে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। এবার রঘুনাথগঞ্জের জগনন্দবাটি এলাকার একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে তিন কন্টেনার ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। তিনটি কন্টেনারে প্রায় ৪২টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। শনিবার দুপুরেই বোমাগুলো নজরে আসে পুলিশের। বোমা উদ্ধারের পরই জায়গাটি ঘিরে রাখে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে। কে বা কারা এভাবে বোমা রেখেছে তা তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ফারাক্কা থেকে শুরু করে সামশেরগঞ্জ সুতি সর্বত্রই একের পর এক বোমা উদ্ধারের চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবার রঘুনাথগঞ্জেও উদ্ধার তাজা বোমা। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, পুলিশের তৎপরতায় প্রচুর বোমা উদ্ধার হয়েছে। একটি ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, সামশেরগঞ্জ উত্তাপের আগুনে দীর্ঘদিন জ্বলছিল। হিংসার উত্তাপে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। উত্তাপ মেটাতে নামাতে হয়েছে কেন্দ্র বাহিনী। এখনও মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে শুরু করলেও একের পর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা কার্যত আতঙ্কে তটস্থ হয়ে রয়েছে। গত চারদিনে সামশেরগঞ্জ, ফারাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জে শতাধিক বোমা উদ্ধার করেছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। পরপর দু'দিন সামশেরগঞ্জের দুটি আম বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪১টি তাজা বোমা। ফারাক্কা থানা এলাকা থেকে ২৪ টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ। আর এদিন রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা থেকে তিনটি কন্টেনারে ৪২টি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গিপুর মহকুমা বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছেন। স্থানীয় বাসন্দা বিপ্লব হালদার বলেন, এত বোমা কোথা থেকে এল? পুলিশ কী কিছুই জানত না? পুলিশের ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের জীবনে ঝুঁকি বাড়ছে।

স্নানে গিয়ে ডুবে মৃত্যু পুরোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কবিরাজ পাড়ার বাসিন্দা ৮২ বছরের রেবতী মোহন চ্যাটার্জি পেশায় পুরোহিত। প্রতিদিন নিয়ম করে বিষ্ণুপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত মল্ল রাজাদের ঐতিহ্যবাহী পোকা বাঁধের জলে স্নান সেরে তিনি পুজো করতে যেতেন, পুজো সেরে বাড়ি ফিরে, বাড়ির ঠাকুরের পূজা করতেন।

প্রতিদিনের মতো শনিবারও সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে তিনি স্নান করতে এসেছিলেন পোকা বাঁধের জলে। কিন্তু এদিন আর বাড়ি ফেরেনি রেবতী মোহন চ্যাটার্জি। দুপুর গড়ালেও সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে বিভিন্ন জায়গা। এই পরিস্থিতিতে পোকা বাঁধের জলে কিছু একটা ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। এরপর দেখা যায় পোকা বাঁধের জলে ভাসছে রেবতি মোহন চ্যাটার্জির নিথর দেহ। এরপর ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে জলে স্নান করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত পড়ে যায় ওই বৃদ্ধ যার ফলে জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয় তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে বিষ্ণুপুর পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অজয় ক্ষেত্রপাল পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস কাউন্সিলরের।

তৃণমূলের মিছিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছবি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: কাশ্মীরে নিরীহ পর্যটকদের উপর পাকিস্তানি জঙ্গিরা হামলা করে খুন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ইতিমধ্যেই এক দফা লড়াই হয়ে গিয়েছে। এই লড়াইয়ে রীতিমতো পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে আমাদের দেশ ভারত। এখন পাকিস্তানের কান্নাকাটিতে যুদ্ধ বিরতি চললেও উত্তেজনা কমেনি। এর মধ্যেই ভারতের সাফল্য উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাফল্যে সামিল সব পক্ষ। এই সাফল্যে বড়সড় ভূমিকা নিয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি মিসাইল নামক অস্ত্রটি। আর আমাদের দেশে মিশাইলের জনক হলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম। মূলত তারই চেষ্টায় মিশাইল তৈরিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ আমাদের দেশ। শনিবার এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি সাফল্য উদ্‌যাপনী মিছিলে দেখা গেল প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছবি বিতরণ করতে।

সোনাই নদী থেকে দশটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সোনাই নদী থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার। অভিনব কায়দায় পাচারের চেষ্টা রুখল বিএসএফ। নদীর উপর থেকে দড়ি বেঁধে প্যাকেটে দশটি সোনার বিস্কুট যার ওজন ১ কিলো ১৬৭ গ্রাম। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটের বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তরপাড়ার ঘটনা। প্রদীপ কুমার বারুই ও গোপাল পরমান্য দুই ভারতীয় পাচারকারী বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে সোনাই নদীর ওপর থেকে দড়ি নিয়ে ব্যাগে করে পাচার করার চেষ্টা করছিল। সেই সময় ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সন্দেহ হয় দ্রুত গিয়ে হাতেনাতে ২ পাচারকারীকে আটক করে। তাদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় দশটি সোনার বিস্কুট। তাদের কাছ থেকে দুটি ফোন উদ্ধার হয়েছে। এদের বাড়ি হাকিমপুর উত্তর পাড়া। বিএসএফ সূত্রের খবর, এই সোনার বিস্কুটগুলো থাইল্যান্ড, দুবাই হয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে ভারতীয় সীমান্তে পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল। তারপর সীমান্ত রক্ষীর নজর পেরিয়ে এদেশে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগ আছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখছে বিএসএফ। ধৃত দুই পাচারকারী সহ সোনার বিস্কুট গুলো তেঁতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীদের গতিবিধি জানতে জেরা শুরু করেছে বিএসএফ ও শুল্ক দপ্তর।

জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় সমবায় নির্বাচন ৮ আসনে জয়ী বিজেপি, ১ আসনে জয় তৃণমূলের। গাইঘাটার শশাডাঙা ফিসারমেন্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মোট আসন ৯ টি। দীর্ঘদিন ধরে এই কো-অপারেটিভে নির্বাচন হয়নি। বাম আমলে বামেদের দখলে থাকলেও পরবর্তীতে বছর দশেক আগে তৃণমূল জয়লাভ করে কিন্তু বিগত দিনে আর কোনও নির্বাচন হয়নি ফলে তৃণমূল অলিখিত ভাবে বোর্ড পরিচালনা করছিলেন। শুক্রবার সেখানে নির্বাচন হয়। নির্বাচনে তৃণমূল নয়টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। বিজেপিরও ৯ টি আসনে জন নমিনেশন দেয় কিন্তু একজন প্রার্থী পদ তুলে নেয়। ফলে বিজেপি ৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় বিজেপির ৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮ টি আসনেই জয়ী হয়েছে অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একজন আগেই জয়ী হয়েছে। যদিও ভোট চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।

ঝাঁঝালো আঠায় বুঁদ বাগানানের ভবঘুরে শৈশব

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বাগনান। এই স্টেশন ব্যবহার করে লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করে। এই স্টেশনের আশপাশে বেশ কিছু মানুষ থাকেন। বলা ভালো ভবঘুরে মানুষগুলোর শেষ আশ্রয় বাগনান স্টেশন। আর এদের ভাতের সংস্থান করেন বাগনানের আরেক ভবঘুরে ভিখারিনী রূপালী। সে অন্য কথা। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা বাগনান স্টেশনের বিভিন্ন প্লাটফর্মে যাতায়াত করে বেশ কিছু ভবঘুরে শিশু। যাদের বিচরণ ক্ষেত্র বাগনান স্টেশন, বাগনান বাসস্ট্যান্ড এলাকা। এরা সাধারণত ভিক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষার পয়সায় করে কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে, ভিক্ষার অধিকাংশ পয়সাই এরা নেশার কাজে লাগায়। বাজার থেকে ঝাঁঝালো আঠা কিনে তা কাপড়ে মাখিয়ে শুঁকে নেশা করে এরা। আর দিনের পর দিন এই নেশায় তাদের শরীরে ঢোকে মারণ রাসায়নিক পদার্থ। যা শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে ঢোকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নেশা গত দশ বছর ধরে স্টেশন এলাকায় বেড়ে গিয়েছে। কারো কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ এদের একবেলা খাবার দিয়েই ফেসবুকে পোস্ট করে তথাকথিত সমাজসেবীর দল -আক্ষেপ রেল কর্তাদের। তাদের অভিমত মানবিকতার খাতিরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু নেশাগ্রস্ত শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর আসল উদ্যোগ কোনও সমাজসেবীর নেই। জানা গিয়েছে, নেশার টাকা জোগাড় করতে এই সব শিশুরা ছিনতাই ও করে। বাগনান জিআরপি সূত্রে জানানো হয়েছে এদের স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করার আছে। তাই হাজার হাজার মানুষ মানুষের অলক্ষে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব। অথচ একটু সহানুভূতি পেলে ওরাই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে বলে অভিমত সকলের।

বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতেই গ্যালারিতে ভক্তদের সাদা জার্সি

কেকেআরের প্লে অফের স্বপ্নে থাবা বসাল বৃষ্টি

অপেক্ষা আর অপেক্ষা। বৃষ্টিতে ভাসল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। সেইসঙ্গে রাহানের আশঙ্কা স্বপ্ন ভেস্তে গেল তাঁর দলেরও।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আশঙ্কাই সত্যি হল। বৃষ্টির পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কেকেআর ম্যাচে বসল সেই বৃষ্টির থাবা। টসের কিছুক্ষণ আগে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। যার ফলে পিছিয়ে যায় টস। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামের নিকাশি ব্যবস্থা ভাল হলেও, আরও কিছুক্ষণ টানা বৃষ্টি চললে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। খেলা না হলে কোনও সমস্যায় পড়বে না আরসিবি। ইতিমধ্যেই প্লে অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে বিরাট কোহলিরা। কিন্তু ম্যাচ ভেস্তে গেলে আইপিএল থেকে ছিটকে যাবে কেকেআর। আটদিন বন্ধ থাকার পর শনিবার আবার শুরু হয়েছে আইপিএল। ম্যাচটা কেকেআরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লে অফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে বাকি দুটো ম্যাচ জিততেই হত অজিঙ্ক রাহানেদের। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে রয়েছে নাইটরা। বাকি দুটো ম্যাচ জিতলে ১৫ পয়েন্ট হবে। তবে তাসত্ত্বেও অন্যদের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এদিন খেলা না হলে, প্লে অফ থেকে সরাসরি বিদায় নেবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। সেক্ষেত্রে সানরাইজার্সের সঙ্গে শেষ ম্যাচ শুধুই নিয়মরক্ষার।এদিকে এই ম্যাচে সবার নজরে ছিল বিরাট কোহলি। কারণ, টেস্টে অবসরের পর প্রথমবার ব্যাট হাতে নামবেন তিনি। কোহলিকে অভিনব শ্রদ্ধা জানানো হয় চিন্নাস্বামীতে। আরসিবি ভক্তরা চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে আসেন টেস্টের সাদা জার্সিতে।

বেলেঘাটায় দেবাশিসের প্রচারে যখন জনপ্লাবন, তখন বাগুইআটিতে ফ্লপ শো সৃঞ্জয়ের

মোহন জনতাই বুঝিয়ে দিল দেবাশিস ঝড়ে উড়ে যেতে চলেছে বিরোধী শিবির

গেরুয়া ছোঁয়ায় মণ্ডপ। পিছনে আবার টুটু বসুর ছবি। সৃঞ্জয় বোসের নির্বাচনী প্রচারে একই মুখ। মুষ্ঠিমেয় মোহন জনতাকে নিয়েই হল বাগুইআটিতে প্রচার।

বেলেঘাটায় মিন্টু (বুড়ো) বাগের উদ্যোগে দেবাশিস দত্তের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে চাঁদের হাট। সত্যজিৎ চ্যাটার্জী, মানস ভট্টাচার্য, গৌতম সরকারদের দেখা গেল। দেবাশিস দত্ত অবশ্য প্রচার সারলেন সবুজ মেরুন মণ্ডপে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার সুপার স্যাটারডে। শহরের দু'দিকে নির্বাচনী প্রচার দু'পক্ষের। তাতেই জমজমাট মোহনবাগানের নির্বাচনী লড়াই। কালবৈশাখী ঝড় উপেক্ষা করেই বেলেঘাটায় ঝড় তুলে দিলেন দেবাশিস দত্তের সমর্থনে সবুজ মেরুন জনতা। বেলেঘাটা জুড়ে ছিল জনপ্লাবন। অন্যদিকে, যেন মাছি মারছে বাগুইআটিতে সৃঞ্জয় বোস শিবিরের প্রচার। হাতে গোনা কয়েকজন লোক। হাজির দেবরাজ, তাপস চ্যাটার্জী, শিশির ঘোষ, শিল্টন পালরা। সেই একই মুখ। যেখানে বেলেঘাটায় মোহনবাগান ক্লাবকে মায়ের চোখে দেখে সবুজ মেরুন পতাকাকে সম্মান দিলেন দেবাশিস দত্ত, সেখানে সবুজ গেরুয়া বকচ্ছপমার্কা মণ্ডপ করে বক্তৃতা দিলেন সৃঞ্জয় বোস। পিছনে আবার তোমাকে চাই বলে টুটু বসুর ফেস্টুন টাঙানো। সেখানে গুরুত্বই পেল না মোহনবাগানের অস্তিত্ব। কয়েকদিন আগেই টুটু বসু নিজের তিন সন্তান বলে টুম্বাই-টুবলাই ও মোহনবাগানের নাম বলেছিলেন। তাতেই বিতর্ক বেড়েছিল, তাহলে টুটু বসু নিজেকে মোহনবাগান ক্লাবের চেয়েও বড় মনে করছেন! টুটু বসুর ছেলে সৌমিক বসু (টুবলাই) আগেই যেমন দেবাশিসের শিবিরের হয়ে প্রচার সেরেছেন, তেমনই দীর্ঘদিনের মোহনবাগান সদস্য মিন্টু (বুড়ো) বাগও যিনি একসময় ছিলেন সৃঞ্জয় বোসের বিশ্বস্ত ঘোড়া, তিনিও শিবির বদলে দেবাশিস দত্তের সমর্থনেই লড়াই করছেন।বেলেঘাটায় তাঁর আয়োজনে যে প্রচার হল, তাতেই দেখা গেল জনস্রোত। সারি সারি কালো মাথা। সন্ধেয় ঝড় থেমে গেলেও বেলেঘাটার মোহনপ্রেমী জনতার উচ্ছ্বাস থামেনি। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অলোক দাস, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর পবিত্র বিশ্বাস, মানস ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ চ্যাটার্জী, গৌতম সরকার, পুরপিতা মোহন গুপ্তা (মনা)রা উপস্থিত ছিলেন।যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বেলেঘাটায় সভা হল তাতে দেবাশিস ঝড়ে উড়ে যাওয়া যে সময়ের অপেক্ষা, তা বুঝিয়ে দিলেন মোহন জনতাই।

আজ প্রথমবার বোলপুর যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ কবিগুরুর মাটিতে সৌরভ গাঙ্গুলীকে স্বাগত জানাতে সেজে উঠছে স্টেডিয়াম মাঠ।

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শরীর খারাপ হওয়ায় বোলপুর সফরের দিন পিছিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আজ বোলপুর যাবেন মহারাজ। তারজন্য প্রস্তুত বোলপুরও।সেখানকার স্টেডিয়াম ময়দানে সৌরভকে সংবর্ধিত করবে বোলপুর পৌরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ছাত্র ও যুবদের উৎসাহিত করতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রথম বোলপুর যাচ্ছেন। প্রথমে ৯ মে যাওয়ার কথা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে দিন বদলে ১৬ মে করা হয়। সৌরভ একদিন ভিডিও বার্তায় জানান, '২-৩ দিন ধরে জ্বর রয়েছে। পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে'। তাই পিছিয়ে রবিবার নির্ধারিত করেন দিন।

বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরে অবাক মহারাজ

ইডেনে আইপিএল ফাইনাল নিয়ে আশার কথা শোনালেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলির টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জ্বরের কারণে বেশ কয়েকদিন বাড়িতেই ছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। গতকাল বিকেলে লেক ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। আজ সৌরভ বোলপুর যাবেন। সৌরভের কথায়, অবসর নেওয়া সব সময় নিজের সিদ্ধান্ত। রোহিত শর্মার মতো বিরাট কোহলিরও 'ফ্যান্টাস্টিক কেরিয়ার'। তবে এখনই কোহলি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কিছুটা অবাক হয়েছি।

ভারতের টেস্ট অধিনায়ক কাকে করা হবে তা নিয়ে চর্চা চলছে। সৌরভ সরাসরি কারও হয়ে ব্যাট ধরেননি। তিনি বলেন, সবদিক বিবেচনা করে নির্বাচকরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন থাকবে, তেমনভাবে জসপ্রীত বুমরাহর চোটের বিষয়টিও নজরে রাখতে হবে।

ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল যাতে না সরে সে কারণে ক্রিকেটপ্রেমীরা ব্যানার, প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে অবস্থানেও বসেছিলেন। সৌরভ বলেন, মিছিল, বিক্ষোভে লাভ হবে না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সিএবির সম্পর্ক ভালো। এই ম্যাচগুলি সরানো সহজ নয়। আমি আশাবাদী ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ইডেনেই হবে।

সৌরভ জানান, যেহেতু কলকাতায় কলকাতা নাইট রাইডার্স সব হোম ম্যাচ খেলে ফেলেছে সে কারণেই আইপিএলের পরিবর্তিত সূচিতে ইডেনের নাম নেই। কেকেআরের হোম ম্যাচ থাকলে নাম থাকতো। সৌরভ অবশ্য মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে কিছু বলতে চাননি।

দু'বছর টেস্ট না-খেলা ক্রিকেটার 'চাকরির পরীক্ষা' দিয়ে অধিনায়ক!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক হলেন রস্টন চেজ। নেতৃত্বের দিক থেকে এই কাজ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ৩৩ বছরের ক্রিকেটার দু'বছর ধরে টেস্টই খেলেননি। তিনি ক্রেগ ব্রাথওয়েটের থেকে দায়িত্ব নেবেন। মার্চ মাসে ইস্তফা দিয়েছিলেন ব্রাথওয়েট।

অধিনায়ক হিসাবে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ প্রথম চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চেজরে কাছে। জুন-জুলাইয়ে তিন টেস্টের সিরিজ রয়েছে। প্রথম টেস্ট বার্বাডোজরে ব্রিজটাউনে, যা চেজরে ঘরের মাঠ। পাশাপাশি সেটি তাঁর ৫০তম টেস্টও হতে চলেছে।

২০১৬-য় টেস্টে অভিষেক হয়েছিল চেজরে। ৪৯টি টেস্টে ২২৬৫ রান করেছেন। গড় ২৬.৩৩। পাঁচটি শতরান রয়েছে। বল হাতে ৮৫টি উইকেট নিয়েছেন।

ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জানিয়েছে, চেজকে বাছা হয়েছে অনেক আলোচনা এবং পদ্ধতির পরে। সাইকোমেট্রিক টেস্টিং (চাকরির ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়) ছাড়াও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। কোচ ড্যারেন স্যামিও হাজির ছিলেন সেই প্রক্রিয়ায়।

তিনি বলেছেন, আমি পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে। আমাদের নতুন অধিনায়ক ইতিমধ্যেই সতীর্থদের থেকে সম্মান আদায় করে নিয়েছে। পাশাপাশি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে ভাল মতো জানে। অতীতেও দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়বদ্ধতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে। সমর্থকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই মিলে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকুন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ রে এক দিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন শাই হোপ। তবে টেস্টের দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি সাদা বলের ক্রিকেটেই মনোযোগ দিতে চান।

বিশ্ব একাদশ বাছলেন বাবর আজম, নেই কোহলি-বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) মাঝে বাবর আজমকে বিশ্ব টি-টোয়েন্টি একাদশ বাছতে অনুরোধ করা হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক তাঁর পছন্দের ১১জন খেলোয়াড়ের নাম বলেছেন। কিন্তু তাঁর দলে জায়গা হয়নি বিরাট কোহলি এবং জসপ্রীত বুমরাহের।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি হলেও উত্তেজনা সম্পূর্ণ কমেনি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর থেকে দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। এমন আবহে সরব প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাও। দু'দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাই নানা মন্তব্য করছেন। এর মধ্যেই এক সাক্ষাৎকারে বাবরকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্ব একাদশ বেছে নিতে বলা হয়েছিল। নির্বাচক হিসাবে নিজেকে বিশ্ব একাদশে রাখেননি বাবর। কোহলি এবং বুমরাহকে না রাখায় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পিএসএলে বাবর পেশোয়ার জালমির অধিনায়ক। জালমি টিভির অনুষ্ঠানে বাবরকে বলা হয় বিশ্ব টি-টোয়েন্টি একাদশ নির্বাচন করতে। শর্ত দেওয়া হয় একটি দেশ থেকে দু'জনের বেশি ক্রিকেটার দলে নেওয়া যাবে না। এই শর্ত মেনেই সেরা একাদশ বেছে নিয়েছেন বাবর। কোহলি, বুমরাহকে না নিলেও ভারত থেকে দু'জনকে নিজের পছন্দের দলে রেখেছেন বাবর। তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা এবং সূর্যকুমার যাদব।

ওড়িশার সমুদ্র সৈকতে ফুটে উঠল ক্রিকেট কিংবদন্তি বিরাট কোহলির ছবি। বিরাট কোহলির টেস্ট অবসরকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়ে পুরীর একজন বালি শিল্পী সমুদ্র সৈকতে তৈরি করলেন অত্যাশ্চর্য বালির ভাস্কর্য।

সচিনের নামে বোর্ড রুম বিসিসিআইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুদিন আগেই সুনীল গাভাসকরের নামে বোর্ডরুম উদ্বোধন করেছিল বিসিসিআই। এবার স্বীকৃতি জানাল হল সচিন তেন্ডুলকরকেও। মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের প্রধান দফতরে নিজের নামে একটি বোর্ড রুমের উদ্বোধন করলেন সচিন তেন্ডুলকর। রুমের নাম দেওয়া হয়েছে, 'এস আরটি ১০০।' ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য বোর্ড রুম মাস্টার ব্লাস্টারের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বোর্ডের সভাপতি রজার বিনি, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা, সচিব দেবজিত সাইকিয়া এবং যুগ্ম সচিব রোহন দেশাই।

গাভাসকরের পর বিসিসিআইয়ের স্বীকৃতি শচীন তেন্ডুলকরকে। মুম্বইয়ে প্রধান দফতরে বোর্ড রুম হল মাস্টার ব্লাস্টারের নামেও।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

অপারেশন সিঁদুরের পর ফের হুঙ্কার অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: 'স্বাধীন ভারতে প্রথমবার ১০০ কিমি দূরে বসে থাকা শত্রুকে নিকেশ করা হয়েছে। আগামী দিনেও সন্ত্রাসের বিষদাঁত ভাঙতে দ্বিতীয়বার ভাবব না আমরা।' পাকিস্তানেকে শিক্ষা দিতে অপারেশন সিঁদুরের বিরাট সাফল্যের পর এমনই হুঙ্কার দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নয়া ভারতের জয়গান গাইলেন তিনি।

শনিবার এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশে জঙ্গি হামলার যে জবাব দেওয়া হয়েছে তাতে অবাক হয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। পাকিস্তান আতঙ্কে কাঁপছে। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে জইশ, লস্করের মতো সন্ত্রাসবাদীদের হেড কোয়ার্টার। আমাদের সেনা জঙ্গিদের এমন জবাব দিয়েছে যে ১০০ কিমি দূরে বসে থাকা সন্ত্রাসের আকাদের শিবির গুড়িয়ে গিয়েছে।'

একইসঙ্গে শাহ বলেন, 'ওরা আমাদের পরমাণু বোমা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।

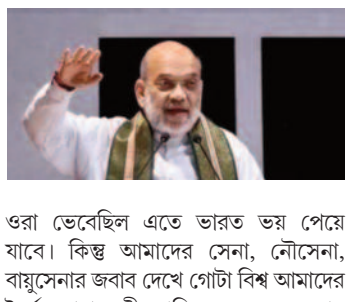

ওরা ভেবেছিল এতে ভারত ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনার জবাব দেখে গোটা বিশ্ব আমাদের ধৈর্য ও প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বের ক্ষমতার প্রশংসা করেছে।' দেশের সেনার বীরত্বকে অভিবাদন জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় মানসিকতা ও সেনার সাহসিকতার যৌথ মিশ্রণে এখন ভারত শুধু প্রতিক্রিয়া দেয় না। বরং চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুদের উচিত শিক্ষাও দেয়।'

উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের সঙ্গী সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কাশ্মীরের স্থানীয় এক জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পিওকে-র নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। জানা গিয়েছে, পর্যন্ত ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয়েছে ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা।

পুলিশের জন্য বার্তা লিখে আমেরিকার জেল থেকে পলাতক ১০ বন্দি

ওয়াশিংটন, ১৭ মে: আমেরিকার নিউ অরলিন্সের কারাগার থেকে পলাতক ১০ বন্দি। জেল ভেঙে পালানোর আগে পুলিশকে বার্তা দিয়ে গেল, 'পারলে আমাদের ধরো।' নিউ অরলিন্সের কারাগারে এমন ঘটনায় কার্যত প্রশ্ন উঠল জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। তদন্তে নেমেছে কারা কর্তৃপক্ষ। আমেরিকার নিউ অরলিন্সের জেলে দাগী আসামীদের রাখা হয়। তাদেরই ১০ জন দুঃসাহসিক কাজটি করে ফেলেছে। শনিবার সকালে বন্দিদের হিসেব মেলাতে গিয়েই বিষয়টা ধরা পড়ে। দেখা যায়, ১০ জন কম। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায়, বন্দিরা পালিয়েছে। শুধু তাইই নয়, পালানোর পথে নিজেদের কীর্তির ছাপ রেখে গিয়েছে। কারাগারের শৌচালয় ও তার পাইপলাইন সংলগ্ন পথ দিয়েই পালিয়েছে তারা। সেই রাস্তার কোথাও লেখা , 'খুবই সহজ!' কোথাও আবার সাফ চ্যালেঞ্জ, 'পারলে আমাদের ধরো।' প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রাতে তারা কমলা রঙের পোশাক পরা একদল ব্যক্তিকে জেলের মধ্যে

দৌড়তে দেখেছেন, তবে তারা পালিয়ে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারেননি। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে জেলের নিরাপত্তা নিয়ে। প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির কথা মেনে নিয়েছেন সেখানকার শেরিফ হাটসন। দেখা যাচ্ছে, অনেক গরাদের তালা ভাঙা, কোথাও আবার দরজায় রয়েছে ত্রুটি। কারাগারে কর্মী সংখ্যাতেও সংকট। ১০০ শতাংশ কর্মী নেই, কাজ করছেন ৬০ শতাংশ। আরও উল্লেখ যোগ্য, জেলের মধ্যেকার সিসিটিভিগুলির এক তৃতীয়াংশই কাজ করে না। এ যেন যে কোনও তৃতীয় বিশ্বের দেশের কারাগারের দায়সারা নিরাপত্তা চিত্র। আমেরিকার জেলেও এমন দৈন্যদশা! ১০ জন বন্দির এই পলায়নই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিল সেই হতশ্রী ছবিটা। নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে অবশ্য তিনজন রক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এভাবে বন্দিদের পালানোর ঘটনা ট্রাম্প প্রশাসনের বিশাল পরিকাঠামোয় বড়সড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে।

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Harekrishnapur Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No. 02/15TH CFC/ Harekrishnapur/2025-26.** Last date of submission **23.05.2025 upto 6p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com
Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for: **1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/2** Date-14/05/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_846954_1 to 8** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of application is **28/05/2025, 10.00 hrs.**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com
Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for: **1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/1** Date-08/05/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_843297_1** **2.BHGP/E-TENDER/2025-2026/1** Date-08/05/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_843654_1** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of application is **20/05/2025, 11.00 hrs.**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

OFFICE OF THE
Satui Chowrigachha Gram Panchayat
Vill+P.O.-: Satui, PS- Berhampore, Dist.-Murshidabad.PIN-742405
Tender Notice
e-Tenders are invited Vide e-NIT Tender No: **04/SCGP/15th FC/Tied/2025-26 (SI- 01 to 06), 05/SCGP/15th FC/Tied/2025-26(SI-01 to 07), 06/SCGP/15th FC/Untied/2025-26 (SI-01** to 14) communicated under Memo **No-241(25)/SCGP/25/En dt:08/05/25, 242(25)/ SCGP/ 25/ En dt:08/05/25, 243(25)/SCGP/25/En dt:08/05/25** by the prodhan Satui- Chowrigachha G.P under Berhampore Block, Murshidabad for the Programme under Tied & Untied(15th FC). Last date of download & upload of the tender paper upto **29/05/25, 06:00 pm.** Intending bidders may download tender documents from e -procurement portal of website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Satui Chowrigachha Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-01/25-26, Memo No-276, Date-16.05.2025
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **17/05/2025**. Bid Submission End Date : **24/05/2025** and Bid Opening Date : **27/05/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার ● ১৮ মে ২০২৫ ● পেজ ৮

গ্রামীণ সন্ধ্যার সেকাল-একাল

সঞ্জয়কুমার দাস

"এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তোমারও তো শ্রান্ত হলো মুঠি
অন্যায় হবে না, নাও ছুটি
বিদেশেই চলো
যে কথা বলনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।"

সনাতনী কবিতার বেড়া ভেঙে যার অক্ষর যোজনা বাংলা সাহিত্যের পালে জাগিয়েছিল আধুনিকতার স্পন্দন, সেই শক্তি চাটুয্যের কবিতার ঋণ করেই এ মসিচালনার সূত্রপাত। বলব বলব বলেও যা বলা হয়ে ওঠেনি, সে অব্যক্তের ক্যানভাসেই গ্রামীণ সন্ধ্যার মায়াময় অতীত ঐতিহ্য প্রস্ফুটনের যথাসাধ্য প্রয়াস, এ লেখনির অঙ্গীকার। জৈষ্ঠ্যের দাবদাহের দহন-জ্বালায় তনুবিশ্বের ঘর্মাক্ত লবন-হ্রদে আষাঢ়ের অম্বু ক্ষণিকের তরে স্বস্তির আবরণ রচে। না-মানুষী পরিশ্রমে জেরবার মানুষ শ্রান্তির অবসরে খোঁজে শান্তির সান্নিধ্য। প্রখর তপনতাপের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রস্বতার পথে হরিণ হয়ে গেলে নীলাকাশের পশ্চিমে অভ্রভেদী কমলা রঙে সেজে ওঠে আকাশ-প্রান্ত। কখনও কখনও সবুজের মনভোলানো নৃত্যে জুড়োয় এ ধরা। খিলখিলিয়ে হাসে সবুজ ক্ষেত। বাতাসের দখল নেয় ক্রমবর্ধমান আঁধার। দিকে দিকে আপন শক্তির প্রাচুর্যে জ্বলে ওঠে কৃত্রিম আলোর প্রদর্শনী। আঁধারের ঘনত্ব ক্রমশ প্রগাঢ় হলে রাত্রির নিস্তব্ধতা। অকাল রাত্রির ছন্দে বিস্মিত ছাত্রবেলার স্মৃতিপথে উদিত নবারুণের আলোকবর্তিকা হয়ে ধরা দেন রবীন্দ্রনাথ। মননের সুপ্তি চেতনার রঙে হয়ে ওঠে সবুজ। ওষ্ঠাধরে তখন গুনগুনিয়ে ওঠে ''আঁধার হল মাদার-গাছের তলা,/ কালি হয়ে এল দিঘির জল,/ হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,/ মাঠের থেকে এল চাষির দল।/ মনে ক'-না উঠল সাঁঝের তারা,/ মনে ক'-না সন্ধে হল যেন।/ রাতের বেলা দুপুর যদি হয়/ দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?"

এমন কালবৈশাখী আজ আগন্তুক। মাদারগাছ সেই কবেই অদৃশ্য হয়েছে গ্রাম্য গাছগাছালির তালিকায়। শৈশবীয় কত সন্ধ্যা-মুহূর্ত মাদারগাছের তলায় যাপনের ইতিকথা আজ স্মৃতির নয়ানজুলিতে মজেছে। লোহিত-বর্ণা মাদারফুলে শৈশবীয় সাজসজ্জা এক অলৌকিক সৌরভমন্ডিত। অথচ আজ সেই গ্রামীণ সন্ধ্যার সনাতনী পরম্পরা উৎপাটিত, শহুরে ভাব-বিলাসের সাম্রাজ্যবাদীতায়। গ্রামীণ আচারকে গ্রাস করছে শহুরে সংস্কৃতি। পোশাক-আশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস - সবেতেই একালীয় আগ্রাসনের দাম্ভিক মনোভাব ক্লিশে করে তুলছে সেকালীয় লোকাচারকে। প্রকৃতপক্ষে সেকাল-একালের এই ব্যবধানই সাম্রাজ্যবাদী ভাষায় 'জেনারেশন গ্যাপ'। তা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ইতিহাস-সমাজ-সাহিত্যে ধরা থাকে সে ব্যবধানের ইতিবৃত্ত। চার দশকীয় লৌকিক জীবনের পরতে পরতে ঘনীভূত ব্যবধানের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় মালা (গ্রামীণ সন্ধ্যার) গাঁথার অভিলাষ অচিন পাখি হয়ে ওঠে।

পঞ্চভূতের উন্মাদনায় গ্রামীণ সন্ধ্যার সুশোভনা রূপে প্রেমের ফল্গু ধারা প্রবাহিত কবিহৃদয়ের অন্তপুরে। আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশজুড়ে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি। হাট থেকে ফেরে হাটুরের দল, রাখাল বালকের অঙ্গুলি হিলনে গোরুর পালের প্রত্যাবর্তন যাত্রায় উত্থিত ধূলিই পবন-প্রেমে গোধূলি'র সূচক। পাখিদের ঝাঁক নীড়ের অভিমুখে মেলে ডানা। বৈপরীত্যে ছেলেপিলের দল, আজ আর ঘরমুখো হয় না, গোধূলির ম্লান আলোর ভাটাতেও। মাত্র দুই দশকের ব্যবধানেই প্রশান্ত মহাসাগরসম বৈসাদৃশ্যের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। সামাজিক অনুশাসনের বরাভয়মুক্ত এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের নিকট নিয়ম না-মানাটাই কি নিয়ম? মোটেও তা নয়। করোনা মহামারীর বিভীষিকায় বেশকিছু বৈদেশিক পরিভাষা ফিরেছে বাঙালির মুখে মুখে। মাস্ক, স্যানিটাইজার, লক-ডাউন, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং প্রভৃতি। সে তালিকায় আরেকটি সংযোজন 'নিউ নরমাল'। এই প্রজন্ম সেই নিউ নরমাল জীবনে করোনা মহামারীর বহু পূর্বেই করেছে অবগাহন। বলা ভালো স্মার্ট মোবাইলের জগতে যখন থেকে ওদের গতায়াতের সূচনা ঠিক তখন থেকেই এ পালার যাত্রারম্ভ। তা চলছে তো চলছেই। পাড়াতুতো পিতৃব্য বা প্রবীণরাও আজ আর এমন ছেলেপিলেদের অনুশাসনের পথে হাঁটেন না, আত্ম-সম্মান ও অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে। ছেলেপিলেরাও আজ এঁদের পাত্তা দেয়না। তাই সমানে চলতে থাকে তাদের আড্ডা। তাতে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রির ভ্রূকুটি, যতই শাসাক না চোখ। তারা অকুতোভয়। ওদের চোখেও স্বপ্ন আছে। বেশিরভাগেরই ভাইরাল হওয়ার। ভাইরালের মরীচিকা ওদের ধাঁধিয়ে মারছে। লোপ পাচ্ছে সামাজিকতা। কাজলা দিদিদের শোলোক বলার ছড়া আজ আর গ্রামীণ সন্ধ্যায় বাঁশবাগানের মাথায়

চন্দ্রিমার আবরণ রচে না। আকাশ পানে তাকিয়ে সন্ধ্যাতারা দেখার কাল সেই কবেই অতীত। সন্ধ্যেবেলায় মাঠ থেকে ফেরা চাষীর দলেও ভাটার টান। সূয্যিমামা পাটে গেলেই বাড়ি ফেরার তাগাদা ও পড়তে বসার দৃশ্য আজ দুর্লভ। তবে সেকেলে এ দৃশ্যের গৌরচন্দ্রিকাও ছিল মনোরম।

দ্বিপ্রহরের সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের কর্ম সম্পাদনের পর, মা-ঠাম্মিদের কেউ কেউ একটু জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেতেন, কেউবা নয়। তিন প্রহরের উপান্তে আবার ঝাড়-ঝাঁটা দেওয়ার পালা। তারপরেই হ্যারিকেন-ল্যাম্প-প্রদীপ বা কুপী প্রস্তুতকরণ। এই প্রজন্মের শৈশবীয় আখ্যানে বস্তুগুলি অলীক মনে হলেও, সেকালে এগুলি ছিল গ্রামীণ সন্ধ্যার অবিকল্প উপাখ্যান। সুতির ছেঁড়া খন্ড (ন্যাকড়া) এবং উনুনের ছাই (কয়লা, ঘুঁটে প্রভৃতির) দিয়ে হ্যারিকেন বা ল্যাম্পের কাচ পরিস্কার করা, প্রদীপ ও অন্যান্য আলো উৎপাদন কারী উপকরণে কেরোসিন তেল ঢেলে রাখা এবং হ্যারিকেনে দেশলাই বাক্স গুঁজে রাখার দায়িত্বও ছিল মূলত বাড়ির মহিলাদের কাঁধেই। পাশের গ্রাম থেকে ভেসে আসা মাগরিবের ধ্বনিতে তৎপরতা শুরু হতো সনাতনী পরিবারেও। গঙ্গাজল ছিটিয়ে সন্ধ্যারতির পর্বে মঙ্গলধ্বনির মুহূর্মুহু রবে রাত্রির আহ্বান। মা-কাকিমাদের পরবর্তী কর্ম নৈশভোজের পরিকল্পনা। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই ছোটদের পড়তে বসা। কান পাতলেই শোনা যেত কমবেশি সব বাড়ি থেকেই সরব পাঠের আওয়াজ। আজকাল আর তেমন শোনা যায় না। ছোটরাও যেন কেমন বড়ো হয়ে গেছে। অথচ সেকালে নিয়ম করে সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসতেই হতো। শুধু পড়তে বসাই নয়, পাল্লা দিয়ে পড়া। কতকটা সদিচ্ছায়, কতকটা বাধ্যত। কেননা পাশের বাড়ির ছেলে-মেয়েটির সরব পাঠের খোঁচা খেলে, কার না খারাপ লাগে? বাধ্যত পড়াই ছিল দস্তুর।

আর এক পরিচিত দৃশ্য গ্রামীণ সন্ধ্যায় দেখা যেত। এবাড়ির কাকিমা, ও বাড়ির জেঠিমাদের কারুর বাড়ির দাওয়ায় বা সিঁড়িতে বসে গল্প করা এবং সমানতালে উকুন বাছা। সেইসাথে বাড়ির ছোট মেয়েদের চুল বেঁধে দেওয়া, মাথায় তেল দেওয়া, বিনুনি করাও ছিল এক নৈমিত্তিক কর্ম। তখন টিভি

এতো সুলভ হয়নি, মোবাইলের তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ বিহীন পরিবারের সংখ্যাধিক্যতা। পরিশ্রুত পানীয়জলের ব্যবস্থা ছিলই না। ছিল না বাড়ি বাড়ি নলকূপ। সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে স্বভাবতই মা-কাকিমারা দল বেঁধে যেতেন সরকারি নলকূপে (কলে) জল আনতে। এই কলতলাই ছিল এক মহামিলনক্ষেত্র। যেখান থেকে চাউর হয়ে যেত সকল সংবাদ (রটনাও)। কলসি কাঁখে, বালতি হাতে জল আনতে যাওয়ার দৃশ্য এখন অতীত। বালতি সম্পর্কে ধারণা এই প্রজন্মের থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কলসির মাহাত্ম্য এদের অজানা।

সন্ধ্যা নামলেই ছোটদের যেমন বাড়ির বাইরে না থাকার অলিখিত নিয়ম ছিল, মহিলাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। বরং দু-একজন অফিস ফেরতা, দু-একজন মাঠ ফেরতা, হাট ফেরতা, দু-একজন দিনমজুর পুরুষের কথকতায় জমত সান্ধ্য আসর। তা সে হোক কারুর বাড়ির বারান্দা কিংবা রাস্তা। নগদ লক্ষ্মী লাভের ন্যায় সেই আসরে গিন্নিমা কখনও নিয়ে হাজির হতেন চা। এখনকার ন্যায় কদর্য রাজনীতির কচকচানি তখন ছিল না। মতাদর্শগত তারতম্য থাকলেও মনান্তরের স্থান ছিল না। আজ আর এরকম আসর দেখা যায় না। একেবারেই যে যায় না, তা নয়। আসর এখন, পাড়ার চায়ের দোকানে। যেখানে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে রাজনীতির-অর্থনীতির। সমাজনীতির হাল তথৈবচ। তা কবজা করেছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। স্বভাবতই গ্রামীণ সন্ধ্যার পুরুষালি আসর আজ অস্তমিতপ্রায়। সকলেই কেমন একা একা। ভৌগোলিকতা ও বাস্তবতা করমর্দন করে না। পাশে থেকেও ঠিক পাশে নেই। সংস্কৃতিগত ব্যবধান হিমালয়সম। যেমন সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে গ্রামের পরিচিত দৃশ্য ছিল, ছোটদের দল বেঁধে খেলায় অংশগ্রহণ। এখন সকলেই মোবাইলে মেতে। মোবাইল এই প্রজন্মের শৈশবকে হরণ করছে। সকলে এক স্থানে বসে ঠিকই, কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলে না। সকলেরই আঙুল চলে চলভাষের দৃশ্যপটটায়। অনলাইন গেম হোক বা ফেসবুক, টিকটক হোক বা রিলস - ভাইরাল হতে এদের ভ্রান্তিবিলাসের অন্ত নেই।

চেনা পরিসরের আর এক ছবি একেলে গ্রামীণ সন্ধ্যার পর্ব থেকে করেছে প্রস্থান। মাটি-টালি কিংবা খড়কুটোর চালার ফাঁক ফোঁকর নির্গত ধূম্র কুন্ডলী (উনুন নির্গত) পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে না বাতাসে। কেননা, উনুনের পাট চুকিয়ে পাকশালার পাকে পাকে এখন খনিজ গ্যাসের আস্ফালন। অবশ্য এই একটি পরিবর্তনে ইতিবাচকতার পরিসর বর্তমান। বিশেষত দূষণমুক্তির বার্তায়। কিন্তু হালে, গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে আবার গ্রামীণ সন্ধ্যার সেই চেনা ছবি বাস্তবের বর্তমানে আছড়ে পড়বে না তো? শঙ্কা থাকছেই।

শঙ্কা থাকছে এ প্রজন্মের ভবিতব্যেও। সামাজিক মাধ্যমে সামাজিকতার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মুখবহির দেওয়াল। সমানতালে হ্রস্বতার ক্রমবর্ধমান হ্রস্বত্বে নিমজ্জিত সামাজিক সম্পর্ক। কল্পনার রঙে বোনা চলচিত্রের ন্যায় তা তো আর বাস্তবের কিনারায় নোঙর করে না। অবাস্তব রঙিন জীবনের মোহ কাটিয়ে বাস্তবিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। শিক্ষা প্রয়োজনের স্তর পেরিয়ে এখন অধিকারে সংজ্ঞায়িত ঠিকই, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত তারতম্যে তা যেন সার্কাসে পরিণত হয়েছে। যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মালায়ালম কবি আইয়াপ্পা পানিকর। অবশ্য তাঁরও বহু পূর্বে আমাদের বিশ্বকবি শিক্ষা সম্পর্কে অসন্তোষের কারণ ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার শহুরে ব্যবস্থাপনা চোখ ধাঁধানো। কিন্তু গ্রামীণ শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের কিনারে। এই প্রজন্মের গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যায় নিয়ম করে পড়তে বসার রীতিটি আত্মস্থ করতে পারলেই কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়াতে পাড়বে। জাগরুক হবে নীতি নৈতিকতা বোধ। সম্পর্কে ফিরবে সৌহার্দ্য। নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় জ্বলজ্বলে সত্তায় আপন ঐতিহ্য প্রস্ফুটিত হবে গ্রামীণ সন্ধ্যার কোটরে।

'সংসারটা ভগবানের, যে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা থেকে কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য': আনন্দময়ী মা

হরি নামে মাতোয়ারা হওয়ার দৃশ্য আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তথা মহপ্রভুর ছবির মধ্যে দেখতেই অভ্যস্ত। পরবর্তীতে নাম প্রচারের পুরোধা সাধিকা আনন্দময়ী মা এবং সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব এর মধ্যেও একইভাব পরিলক্ষিত হয়। আনন্দময়ী মা ভারতের সমসাময়িক সাধুমহাত্মাদের কাছে দেবী দুর্গা রূপে পূজা পেয়ে এসেছেন। আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রাম। পৈত্রিক নিবাস একই জেলার বিদ্যাক্ষ গ্রাম। পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য এবং মাতা মোক্ষদাময়ী। ১৮৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল নির্মলা সুন্দরী তথা মুখোপাধ্যায় নির্মলা সুন্দরীর আধ্যাত্মিক আবেশ দেখে মহাভাবের সাধিকা রূপে আখ্যা দেন। ঢাকার রমনায় তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠে। তাঁর সান্নিধ্যে আসেন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ড. ত্রিগুণা সেন প্রমুখ সমাজের প্রথমসারির শিক্ষাবিদ ও আধ্যাত্মিক জগতের মানুষজন। শিল্পী উদয়শঙ্করের কাছে আনন্দময়ী মা নৃত্য শিল্পের এমন পর্যালোচনা করেন -তা শুনে উদয়শঙ্কর মোহিত হয়ে যান। আনন্দময়ী মা নৃত্য সম্পর্কে -বলেন, ' জগৎ নৃত্যময়, এমনকী বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের সময়ে তরঙ্গময় নৃত্যের সৃষ্টি হয়।

ছোটবেলায় তার আরও কয়েকটি নামে প্রতিবেশীরা তাঁকে ডাকতেন-দাক্ষায়নী, কমলা এবং বিমলা নামে। নির্মলা সুন্দরীর স্বামী রমনীমোহন ১৯২৪ সালে ঢাকার নবাব বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। নির্মলাসুন্দরী তাঁর সঙ্গে শাহবাগে চলে আসেন। সেখানে তিনি ১৯২৬ সালে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই একদিন তিনি মহাভাবে বিভোর হয়ে আনন্দময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত হন। তাঁর নাম হয়ে যায় আনন্দময়ী মা। প্রতিবেশী আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় নির্মলা সুন্দরীর আধ্যাত্মিক আবেশ দেখে মহাভাবের সাধিকা রূপে আখ্যা দেন। ঢাকার রমনায় তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠে। তাঁর সান্নিধ্যে আসেন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ড. ত্রিগুণা সেন প্রমুখ সমাজের প্রথমসারির শিক্ষাবিদ ও আধ্যাত্মিক জগতের মানুষজন।

আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব ঘটে। পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করে মুক্তানন্দ গিরি নামে বেড়িয়ে পড়েন। পিতার সন্ন্যাসগ্রহণ শিশু নির্মলাসুন্দরীর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ছোটবেলা থেকেই হরিনাম শুনে মাতোয়ার হয়ে পড়তেন। ছোটবেলায় তার আরও কয়েকটি নামে প্রতিবেশীরা তাঁকে ডাকতেন-দাক্ষায়নী, কমলা এবং বিমলা নামে। নির্মলা সুন্দরীর স্বামী রমনীমোহন ১৯২৪ সালে ঢাকার নবাব বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। নির্মলাসুন্দরী তাঁর সঙ্গে শাহবাগে চলে আসেন। সেখানে তিনি ১৯২৬ সালে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই একদিন তিনি মহাভাবে বিভোর হয়ে আনন্দময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত হন। তাঁর নাম হয়ে যায় আনন্দময়ী মা। প্রতিবেশী আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত প্রাণগোপাল এই তরঙ্গরূপ নৃত্য যে মূল থেকে উদ্ভূত একসময় স্তিমিত হয়ে আবার মূলেই মিলিয়ে যায়"। এই রূপকের মাধ্যমেই তিনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্কের নির্দেশ করেছেন। এরপর আনন্দময়ী মা-স্বামী রমনীমোহনের সঙ্গে দেরাদুনে চলে আসেন। এতদ অঞ্চলে তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশে প্রভাবিত হন বহু সাধু মহাত্মা। আনন্দময়ী মায়ের ভারতের প্রাচীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র নৈমিষারণ্যের পুনরায় জাগরণ ঘটানো এক যুগান্তকারী কাজ হিসেবে চিহ্নিত। সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা, যাগযজ্ঞের ,কীর্তন, নৃত্যগীত ইত্যাদির শুরু করেন। নৈমিষারণ্যের এমন নবজাগরণে মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে। বিশেষত আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সংকলন -সত্যব্রত কবিরাজ এবং উত্তম দে।